প্রকাশ : ২ শ্রাবণ ১৩৬১

প্রকাশক
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দীপায়ন প্রকাশনা ভবন
২৮, মহিম হালদার স্ট্রীট
কলিকাতা-২৬

ব্লক ও মুদ্রণ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২-১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট :
সত্যজিৎ রায়

বেঁধেছেন
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা—৯

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

বন্ধুবরেষু—

সূচীপত্র

হুইটম্যানের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

ভাবনা

এই যে ভাবনা, এ শুধু আমার একার নয়,
নয় আমার নিজস্ব ;
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ যা ভেবেছে এ হ'ল তাই।

এ ভাবনা আমার যেমন
তোমার যদি তেমন না হয়
তাহলে এসবের কোন দাম নেই বল্‌লেই পারি।
সেই অসীম ধাঁধাঁ আর তার মীমাংসা যদি এ না হয়
তাহলে সব নিরর্থক,
কাছেও যেমন দূরেও তেমনি এসব ভাবনা যদি না হয়
কোনো মানে তাহলে তাদের নেই।

এসব হ'লো সেই ঘাস
যেখানে মাটি যেখানে জল
সেখানেই যা জন্মায়।
এ হ'লো সেই বাতাস
সমস্ত পৃথিবী যাতে মগ্ন।

সত্য

সব সত্য আছে সব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে,
প্রকাশের তাড়াও তাদের নেই,
বাধাও তারা দেয় না।
অস্ত্রোপচার লাগে না তাদের ভূমিষ্ঠ হতে।
তুচ্ছ আমার কাছে কিছু নেই
(স্পর্শই তো সব। কমও নয়, বেশীও নয়।)

যুক্তি আর শাস্ত্রের বচনে মন ভরে না কখনো।
রাত্রের এই আর্দ্রতা অন্তরের অনেক গভীরে আমার পৌঁছায়।
(প্রতিটি নর-নারীর কাছে যা প্রমাণিত তাই শুধু সত্য,
সত্য তা-ই, কারুর কাছে যা অস্বীকৃত নয়।)
একটি মুহূর্ত আর আমার সত্তার এক বিন্দুতে
আমার মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নিহিত।

আজ যা কাদার ডেলা, তাই হবে
প্রেমিক আর প্রদীপ আমি জানি।



আত্মীয়তা

হিমের রাত্রি পার হয়ে উড়ে চলেছে,
হংস বলাকা।
যে কলহংস পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে যাচ্ছে,
তার কলধ্বনি আমার কাছে এসে পৌঁছোচ্ছে
নিমন্ত্রণের মত।

অতি বুদ্ধিমানের কাছে হয়তো সে ডাকের
কোনো মানে নেই,
কিন্তু মন দিয়ে শুনে
ঊর্ধ্বে শীতের আকাশে
সে ডাকের মানে আমি খুঁজে পাই
উত্তরের তুষার-প্রান্তরে যে মৃগরাজের
তীক্ষ্ণ ক্ষুরের দাগ
আলিসায় যে বেড়ালটা আছে বসে,
গাছের পাখী আর মাঠের প্রাণী
সবার মধ্যে আমি সেই এক প্রাচীন নিয়মই দেখি
যা দেখি আমার মধ্যে।

মাটির উপর প্রতি পদ পাতে
শতেক স্নেহের ধারা ওঠে উথলে
আমার ভাষা, হার মানে তার বর্ণনায়।

ঘরের বাইরে আমার আকর্ষণ।
গোধন চরায় যারা উদার মাঠে,

আর মনে যাদের সমুদ্র কি অরণ্যের স্বাদ,
জাহাজ যারা গড়ে আর চালায়
কুঠারে কাটে কাঠ আর ঘোড়া ছুটায়
তাদের আমি প্রেমিক।
দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে খাওয়া শোয়ায়
আমায় বিরাগ নেই॥



নমুনা

মনে হয় পশু হয়ে তাদের সঙ্গে পারি থাকতে
এমনি তারা প্রশান্ত, এত আত্মস্থ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাদের দেখি, আর দেখি।
তারা মাথাও ঘামায় না, কাঁদুনিও গায় না
তাদের ভাগ্য নিয়ে।
বিনিদ্র রাত তারা কাটায় না পাপের অনুশোচনায়
ঈশ্বর আর কর্তব্য নিয়ে কচকচিতে ধরিয়ে দেয়না মাথা ;
অতৃপ্তি তাদের নেই, নেই 'আমার' 'আমার' করা-র
ক্ষ্যাপামি
মাথা তারা কেউ নোয়ায় না কারুর পায়,
মান্ধাতার যুগের কারুর কাছেও নয়।
ভব্য তারা কেউ নয়, কেউ নয় অসুখী সারা দুনিয়ায়।
তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমি স্বীকার করি।
আমার আমিত্বের নমুনা আমি তাদের মধ্যে পাই।
কোথায় পেল তারা সে নমুনা
অনেক অনেক কাল আগে তাদের পথেই যেতে
হেলায় কি আমি এসেছি তা ফেলে।



পথিক

দেশ আর কালের সায় আমার মধ্যে,
আমার মাপ কখনো হয়নি,
হবেনা কখনো।
অনন্ত পর্যটনের আমি পথিক
বর্ষাতি, আর মজবুত জুতো আর কাঁধে একটি লাঠি
এই আমার নিশানা।

আমার ঘরের আসনে আমার কোন বন্ধু বসেনা আরাম করে।
বসবার আসনই নেই,
নেই দেবায়তন কি দর্পন।
ভোজসভায় কাউকে আমি ডাকি না,
পাঠাগারে কি টাকার বাজারে।

পুরুষ ও নারী, তোমাদের প্রত্যেককে
বাহু পাশে জড়িয়ে আমি নিয়ে যাই এক টিলায়
দেখাই মহাদেশের ত্বরাভাস আর প্রশস্ত রাজপথ।

তোমাদের হয়ে আমি পারবনা সে পথ পর্যটন করতে
পারবে না আর কেউ।
তোমাদের নিজেদের হবে যে পথে চলতে।

●

প্রতীক্ষা

চিতি চিলটা ছোঁ মেরে উড়ে যায়
আমার দোষ ধরে'।
আমি বচনবাগীশ আর ঘুরে বেড়াই খেয়াল মত
এই বুঝি তার নালিশ।

আমিও পোষ মানা নই মোটে
অনুবাদে আমার ধরা যায় না।
পৃথিবীর শিখরে শিখরে
আমার উদ্দাম বর্বর হাঁক আমি দিয়ে যাই।

দিনের শেষে ঝোড়ো মেঘ
আমার জন্যে থাকে থমকে
ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য-প্রান্তরে দেয় আমার স্বরূপ
ছড়িয়ে ছুড়ে' আর সবার মত।

কুয়াসা আর সন্ধ্যার অন্ধকারে
আমাকে নেয় ভুলিয়ে!
বাতাস হয়ে আমি বিদায় নিই
পলাতক সূর্যের পানে নাড়ি আমার শুভ্র কেশের গুচ্ছ
ঘূর্ণাবর্তে দেহ আমার উচ্ছ্বসিত,
ভাসমান রুক্ষ স্রোতের জালে।

ধুলায় নিজেকে আমি ঢালি
ভালবাসি যে ঘাস, তাই থেকে আবার জাগতে,
আমায় যদি চাও আবার

খুঁজো তোমাদের জুতোর তলায়।
কে-ই বা আমি কি-ই বা চাই বলতে,
জানবে না হয়ত' কিছুই ;
তবু তোমাদের ভালোই যাব করে',
তোমাদের শোণিত-শোধন আর সমৃদ্ধি।

প্রথমে যদি না পাও হাল ছেড়ো না।
এখানে না পেলে খুঁজো আর কোথাও,
কোথাও আমি থাকবই
তোমাদের প্রতীক্ষায়।



নিজের গান গাই

আমার নিজের গান গাই
সাধারণ স্বতন্ত্র এক সত্তার।
তবু আমার কণ্ঠে গণতান্ত্রিক এই শব্দ উচ্চারিত,
উচ্চারিত জনগণের নাম।
আপাদমস্তক 'শরীর তত্ত্বের' গান আমি গাই
শুধু মুখ নয় মস্তিষ্কও নয় কবিতার যোগ্য বিষয়
যোগ্যতর বিষয় এই দেহ তার সম্পূর্ণতায়।

যেমন পুরুষের তেমনি নারী-দেহের গানও গাই।
আবেগে স্পন্দনে শক্তিতে বিপুল যে জীবন,
আনন্দময় যে জীবন ঐশ্বরিক নিয়মের শাসনে সৃষ্ট,
সেই আধুনিক মানুষের গান আমি গাই।



ভাবী কালের কবি

ভাবী কালের কবি!
অনাগত বক্তা, গায়ক, সাঙ্গীতিক।
আমায় সমর্থন করবার দিন আজ নয়
দিন নয় আমার হয়ে জবাবদিহি দেবার।

কিন্তু তোমরা নবযুগের সন্তান সব,
দেশজ, বলিষ্ঠ, অসঙ্কীর্ণ
অতীতের তুলনায় মহত্তর,
তোমরা জাগো!
কারণ আমাকে
সার্থক করতে হবে তোমাদেরই।
আমি রেখে গেলাম আমার লেখায়
দু' একটি শব্দে ভাবীকালের ইঙ্গিত।
এগিয়ে গেলাম শুধু বুঝি একটি মুহূর্ত
আবার পাক খেয়ে অন্ধকারে ফিরে মিশতে।

আমি সেই মানুষ,
অলস মন্থর পর্যটনে না থেমে যে
তোমাদের দিকে বারেক চেয়েই
মুখ নেয় ফিরিয়ে।
তোমাদেরই ওপর রেখে দেয় ভার
সেই চাহনি বোঝাবার আর প্রমাণ করবার,

তোমাদের কাছেই সারাৎসার যে আশা করে।

●

নিখুঁত

ঘাসের ডগাও যা
নক্ষত্রদের চলাও তাই, আমি জানি
কালির একটি কণা, আর পিঁপড়ে, আর
বাবুই পাখীর ডিম সবই সমান নিখুঁত।

●

তোমাকে

অচেনা পথিক, পথে যেতে আমায় দেখে
দু'টো কথা যদি কইতে চাও,
কেনই বা কইবে না?
আর আমিই বা কেন সম্ভাষণ করব না তোমাকে?

●

হে পাঠক

হে পাঠক, আমার মতই প্রাণের বেগে ও প্রেমে
তুমি স্পন্দমান,
তাই তোমার জন্যই রইল এসব দান।

●

পোমানক থেকে যাত্রা

বিগত দিনের
কবি, দার্শনিক, পুরোহিত,
শহীদ, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক,
অতীতের সব রাষ্ট্র আর সমুদ্র পারের নানা দেশের
ভাষা যারা গড়েছে,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যে সব জাতি উদ্ধত
অথবা নিষ্প্রভ সঙ্কুচিত ম্রিয়মান
তোমাদের সবাইকে জানাই আমার শ্রদ্ধা।

তোমরা যা দিয়ে গেছ, তা এসেছে আমার
কাছে ভেসে,
আমি নিয়েছি সে দান।
স্বীকার করেছি তার মূল্য,
তার পর অসঙ্কোচে ফেলে এসেছি চলে।

আমার নিজের দেশ আর কাল নিয়েই আমার স্থিতি।
এখানে নারী ও পুরুষ দেশ
এখানে বিশ্বের উত্তরাধিকার
এখানে বস্তুর অন্তরের সেই শিখা
সেই অধ্যাত্ম অনুবাদিকা
প্রত্যক্ষের চরম স্বরূপ যে দেখায়।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পরম পরিতৃপ্তি যার হাতে,
আসছে আমার সেই অভিসারিকা আত্মা।

●

ব্যাপ্তি

চেয়ে দেখো,
আমার কবিতার ভেতর দিয়ে ষ্টীমারগুলো চলেছে—
জল মন্থন করে',
আসছে বিদেশের মানুষ
এই তীরেই নামছে।

দেখো আদিম সেই পাতার কুঁড়ে,
বন কেটে বেরুনো সেই পথ
সেই শিকারীর ডেরা, সেই চেপ্টা নৌকা,
সেই ভুট্টার শীষ, দখল করা জমি,
আর বেড়া, আর সেই জংলী গ্রাম।

দেখো, একদিকে পশ্চিমের সাগর আর একদিকে পূর্বের,
ঢেউ দিয়ে আসছে যাচ্ছে আমার কবিতায়।
প্রান্তর আর অরণ্য দেখতে পাবে আমার কবিতায়,
বন্য ও পালিত পশু
দেখবে বুনো মহিষের পাল
চরছে কোঁকড়ান ছোট-ঘাসের প্রান্তরে।
পাথর বাঁধান রাস্তায় বড় বড় ইট কাঠ লোহার
অট্টালিকা সমেত বিশাল জম্‌কাল শহর
আমার কবিতায় দেখতে পাবে,
দেখতে পাবে বাণিজ্যের ব্যস্ততা
আর অগনন অবিরাম

যান-বাহনের গতি।
দেখো বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের জটিলতা, দেখো
বিদ্যুৎ-বাহী তার সমস্ত দেশময় গেছে ছড়িয়ে।
দেখবে সমুদ্রগর্ভ দিয়ে আমেরিকার ধমনী
ইউরোপে গিয়ে স্পন্দিত
সেই স্পন্দন আবার ইউরোপ
থেকে আসছে ফিরে।
দেখো, বলিষ্ঠ বেগবান রেলের ইঞ্জিন ছুটছে
হাঁপাতে হাঁপাতে বাষ্প আর ধোঁয়া ছেড়ে।

দেখো, চাষীরা চষছে জমি, খনির মজুরেরা মাটি
খুঁড়ছে পৃথিবীর গহ্বরে,
দেখো অসংখ্য কারখানা থেকে
উঠছে কাজের গুঞ্জন।

এই আমেরিকার মাঠে ঘাটে দোকানে বাজারে সর্বত্র
আমি ঘুরে বেড়াই দিন-রাত্রির গাঢ় বেষ্টনে
সকলের ভালবাসা নিয়ে।
সেইখানেই পাবে আমার গানের উচ্চ প্রতিধ্বনি,
পড়বে আগামী কালের সার্থক ইঙ্গিত।



মায়া

ভয়ঙ্কর সেই সন্দেহ,
যা দেখেছি তা যদি হয় ভুল !
হয়তো সবই আমাদের বিভ্রম,
এই অনিশ্চয়তা,
বিশ্বাস আর আশা হয়তো সবই আমাদের জল্পনা ।
মৃত্যুর পারেও কিছু যে থাকে তা হয়তো মধুর কল্পনা মাত্র

হয়তো যা কিছু দেখি গাছ পালা প্রাণী মানুষ
পাহাড় আর নদীর স্রোত,
দিন রাত্রির আকাশ, রং, রূপ আর তাদের বারতা
হয়ত সবই মায়া মাত্র,
যা সত্য তা এখনও অজানিত।
আমাকে বিমূঢ় করে বিদ্রূপ করতে
কতবার চকিতে তারা আভাস দেয়।
কতবার মনে হয় আমিও কিছুই জানি না।
জানেনা কেউ কোথাও তাদের স্বরূপ।



খেয়াপার

নীচে জোয়ারের স্রোত।
মুখোমুখি দেখছি আমি সব।
পশ্চিমের আকাশে মেঘ
সকালের সূর্য—সব আমি দেখছি মুখোমুখি।
সেই প্রতিদিনের সাধারণ পোষাকে সাধারণ মানুষের ভীড়।
কিন্তু আমার কাছে কি অপূর্ব তারা সবাই—
খেয়ানৌকোয় যারা পারাপার করছে—শত শত মানুষ
আমার কাছে তাদের বিস্ময় যেন ফুরোয় না।
অনেক কাল পরে এক তীর থেকে যে যাবে আর এক তীরে
আমার ধ্যানে আমার কল্পনায় কতখানি তার জায়গা
সে নিজেও হয়ত জানে না।

স্থান কাল সব নিরর্থক, মিথ্যা যত দূরত্ব—
একালের তোমাদের সবাইকার আমি সঙ্গী।
সঙ্গী সুদূরকালের সবাইকার।

এই নদী আর আকাশ যে দোলা তোমাদের মনে দিয়েছে
আমাকেও দিয়েছে তাই।
তোমাদের মত আমিও ছিলাম জনতার মধ্যে জনৈক।
এই নদীর উজ্জ্বলধারায় তোমাদের মতই আমিও
শুচিস্নাত হয়েছি আনন্দে,
রেলিঙে ভর দিয়ে তোমাদের মতই
স্রোতের জলে গিয়েছি ভেসে।

তোমাদের মত দেখেছি সব জাহাজের পাল আকাশে তোলা
ষ্টীমারের মোটা মোটা নল জলের মধ্যে নামানো।
বয়ে যাক্ দুরন্ত নদী আমার।
বয়ে যাক্ জোয়ার আর ভাঁটায়
খেলা করুক ফেনার ঝুঁটি পরা ঝিনুক-পাড়-ঢেউ-এ ঢেউ-এ!
সূর্যাস্তের মেঘ-সমারোহ রঙের ধারায় আমায় দিক সিক্ত করে
দিক তাদের সকলকে যারা আসছে আমার পরে
ভাবীকালের নরনারী।
অগণন যাত্রীরা পার হোক কূল থেকে কূলে
মানহাট্টান-এর সুদীর্ঘ সব পাল উঠুক আকাশে
ব্রুকলিনের সুন্দর সব পাহাড় থাক দাঁড়িয়ে।
দিশাহারা তবু উৎসুক এ মন হোক স্পন্দিত।
বিচ্ছুরিত হোক প্রশ্ন আর উত্তর।
এখানে আর সর্বত্র থাকুক ভেসে সমাধানের চিরন্তন ভেলা।
তৃষিত ব্যাকুল দৃষ্টি পড়ুক বাড়ী থেকে রাস্তায়, পড়ুক জনসভায়।
তরুণদের কণ্ঠ উঠুক মুখর হয়ে
ডাকুক মধুর উচ্চৈঃস্বরে, আমায়,
অন্তরঙ্গ আমার গানে।
হে পুরাতন প্রাণ জাগো,
নামো সেই ভূমিকায় যা নট নটীদের
পানে ফিরে চায়।
সেই পুরানো ভূমিকায় আবার করো অভিনয়,—
যা বড় কি ছোট হওয়া
সবই নিজের চেষ্টাধীন।
আমার এ লেখা যারা পড়ছে, তারা বারেক শুধু যেন ভাবে.
তাদের অজান্তে হয়ত তাদের আমি দেখেছি।

সাগর-পাখীরা উড়ে যাক্

যাক পাশ কাটিয়ে সরে,
কিম্বা ঘুরুক চক্রাকারে উর্ধ্ব আকাশে।

হে নদীজল! নিদাঘের আকাশকে একান্তভাবে
ধরে রাখো তোমার বুকে
নতদৃষ্টি আমাদের চোখ যতক্ষণ না তার সমস্ত মাধুর্য
নিঃশেষে তোমার কাছ থেকে তুলে নিতে পারে।
আমার কিম্বা আর কারুর মাথায় লেগে
সূর্যদীপ্ত-জলে বিচ্ছুরিত হোক সূক্ষ্ম সব কিরণ-রেখা।

নদীর মোহনায় উপসাগর থেকে
জাহাজ সব আসুক ভেসে
সাদা পাল তোলা 'স্কুনার' আর স্লুপ আর ছোট ষ্টীমলঞ্চ।
দেশ-দেশান্তরের পতাকা উড়ুক আকাশে
সূর্যাস্তে তাদের নামাও।
জ্বলুক কারখানার চুল্লি। পড়ুক দীর্ঘ ছায়া।
রাত্রে বাড়ীগুলোর মাথায় লাগুক হল্‌দে-লাল আভা।
আজ কিম্বা আগামী কাল
দৃশ্যরূপে যেন থাকে বাস্তবতার ইঙ্গিত।
আত্মায় থাক অপরিহার্য সূক্ষ্ম আবরণ,
আমাদের স্বর্গীয় সুরভি থাক আমাকে ও তোমাকে ছায়ার
মত ঘিরে;
সমৃদ্ধি হোক নগরের
বিশাল নদীরা আনুক তাদের পণ্য আর পোত বয়ে।
সেই সত্তা হোক বিস্তৃত
যার চেয়ে আধ্যাত্মিক কিছু বুঝি আর নেই।
স্থাবর হোক সেই সব বস্তু
যার চেয়ে স্থায়ী কিছু নেই।

অপেক্ষা করেছ তোমরা, ধৈর্য-ই তোমাদের ধর্ম।

হে মৌন সুন্দর যাজক-দল
তোমাদের গ্রহণ করলাম মুক্তমনে এতদিনে।
আশ আর আমাদের মিট্‌বে না।
আর কোথায় যাবে এড়িয়ে।
কেমন করে থাক্‌বে দূরে!
তোমাদের আমরা দিলাম দূরে না ফেলে'
চিরকালের মত, নিজেদের মধ্যে মিলাম মিশিয়ে
তোমাদের মানতে আমরা চাইনা।
—ভালবাসি শুধু—
কারণ তোমরাও সম্পূর্ণ।
অনন্তের পথে তোমাদেরও আছে দান
স্বল্প কি প্রচুর। তোমরাও জোগাও
আত্মার উপকরণ।

ত্রিকাল

অতীতের যত সম্বন্ধ
পিতৃকুল আর মাতৃকুল, যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত যত সম্পদ্,
যা না থাক্‌লে আমি আজ এমন হ'তাম না।
মিশর ভারতবর্ষ ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোমের সঙ্গে সম্বন্ধ,
সম্বন্ধ তাদের সকলের সঙ্গে,—
কেল্ট, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান, অ্যাল্‌ব্‌ ও স্যাক্সন
প্রাচীন-কালের সাগর-পাড়ি,
ব্যবহার-নীতি, কারুশিল্প, সংগ্রাম ও অভিযান
কবি ও তার গাথা, পুরাণ ও দৈববাণী
ক্রীতদাস ও ভবঘুরে গাইয়ে—
জেহাদের সৈনিক ও মঠের ভিক্ষু
প্রাচীন সেই মহাদেশ যা থেকে আমরা এলাম
অস্তগামী সেই সব রাজ্য ও নৃপতি
বিলীয়মান ধর্ম ও পুরোহিত
বর্তমানের বিস্তৃত তীর থেকে দেখা
অনাদিকালের সেই প্রবাহ
যা এই বর্তমানে এসে উপস্থিত
উপস্থিত তুমি ও আমি
উপস্থিত আমেরিকা
এই চলতি বছরে—
অনন্ত ভাবীকালে নিজেকে পাঠিয়ে।

কাল'ত কিছু নয়
আসল হলাম আমরা—আমি ও তুমি
সব ন্যায়-নীতি আমাদেরই নিয়ে
আমাদেরই মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক বিধৃত।
আমরাই চারণ দৈববাণী ক্ষপনক্ ও ক্ষত্রিয়
আমরা এই সব এবং তার চেয়ে আরো বেশী কিছু।

অনাদি অনন্তকাল ও শুভাশুভের মধ্যে
আমরা দাঁড়িয়ে
সব কিছু আবর্তিত আমাদের ঘিরে
আলো এবং অন্ধকার।
গ্রহদের নিয়ে সূর্য এবং আরও সব সূর্য
আমাদের করছে প্রদক্ষিণ।

আর আমি (এই দুরন্ত যুগের ছিন্নভিন্ন ঝটিকাবেগ)
সব কিছুর ধারণা আমার মধ্যে নিহিত।
আমিই সবকিছু সবকিছুতে আমার মনের সায়।
জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতা
সবই আমি সত্য বলে জানি,
কিছুই আমি বাদ দিই না।

(আমার কোন ভূমিকা কি আমি ভুলেছি?
অতীতের কোন কিছু?
আসুক যে কেউ বা যা কিছু আমার কাছে
স্বীকৃতি তা পাবেই।)

অ্যাসিরিয়া চীন টিউটোনিয়া কি হিব্রুরা
সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা—

সব মত আমি গ্রহণ করি, সব পুরাণ, দেবতা
ও অপদেবতা

সব কাহিনী, বাইবল্, কুলজি
সত্য বলে আমি জানি।

যা হওয়া উচিত ছিল
সমস্ত অতীত ঠিক তাই,—এই আমার ঘোষণা।
সম্ভব ছিল না আরো ভাল কিছু তার হবার।
যা উচিত, বর্তমান ঠিক তাই হয়েছে,
ঠিক তাই হ'য়েছে আমেরিকা,
এর চেয়ে কিছু হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব।
অতীত ছিল মহান, আমি জানি
জানি ভবিষ্যৎ হবে গৌরবোজ্জ্বল।
বর্তমানের মধ্যে অদ্ভুত তাদের মিলন
(আমি তারই জন্যে প্রতীক গড়ি সেই সাধারণ
মানুষের জন্যে।)

তুমি আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে
সমস্ত কাল ও সর্ব জাতির তাই হ'লো কেন্দ্র
অতীত ও আগামীকালের মানুষের ধারায়
গভীর অর্থ আমাদের মধ্যে নিহিত।



জনাকীর্ণ নগরে

জনবহুল এক শহর পার হতে হতে
ভবিষ্যতের জন্য আমার স্মৃতিতে নিয়েছি ছেপে তার স্থাপত্য
রীতি নীতি, ঐতিহ্য, আর প্রদর্শনী
কিন্তু এখন কেবল মাত্র একটি মেয়ের কথাই মনে আছে ঐ শহরের।
হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে আমায়
তার ভালবাসা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।
দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি,
এছাড়া আর সব আমি ভুলে গেছি।
কেবল তাকেই মনে আছে আমার
অন্ধ-আবেগে যে আমায় আঁকড়ে ধরেছিল—
আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি, ভালবেসেছি, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি
আবার ;
আবার সে আমার হাত ধরেছে যাতে আমি চলে না যাই ;
আমি তাকে দেখেছি ঘনিষ্ঠ ভাবে আমার পাশে ;
তার নীরব ঠোঁট দুটি করুণ আর কম্পমান।



কাঠুরে

সুঠাম অস্ত্র, নগ্ন ও পাণ্ডুর।
ধরিত্রীর গর্ভ থেকে টেনে আনা তার মাথা
কাঠ যেন দেহ আর অস্থি হোল ধাতুর তৈরী ;
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মোটে একটি, অধরও তাই।
রক্তিম উত্তাপ থেকে জ্বলেছে ধূসর-নীল পাতা,
আর বাঁটটা তৈরী হয়েছে ক্ষুদ্র বীজ থেকে।
ঘাসের মধ্যে রাখা,
নামাতে আর ভর দিতে !
জোরাল গড়ন আর তার উপযুক্ত গুণরাশি।
পেশা, দৃশ্য আর শব্দ, যা কিছু পুরুষোচিত তার প্রতীক
বহুবিচিত্র রূপ সঙ্গীতের সূক্ষ্ম শব্দ ;
অর্গান বাজিয়ের আঙ্গুল, বিরাট অর্গানের চাবিতে
লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ সুর তুলে।

(২)

পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকা স্বাগতম্
প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে—;
স্বাগতম্ পাইন আর ওক গাছের দেশ,
স্বাগতম্ ডুমুর আর লেবুগাছের জন্মস্থান,
সোনার দেশ স্বাগতম্,
স্বাগতম্ গম আর ভূট্টার দেশ,
স্বাগতম্ আঙ্গুরের জন্মভূমি,

স্বাগতম্ ধান আর ইক্ষু।
স্বাগতম্ তুলার দেশ,
স্বাগতম্ শাদা-আলু আর রাঙ্গা আলুর দেশ।
স্বাগতম্ পর্বতেরা, স্বাগতম্ সমতল অরণ্য প্রহরী ;
স্বাগতম্ রত্নপ্রসূ নদী-তীর, মালভূমি, খাঁড়ি ;
স্বাগতম্ অন্তহীন চারণ ভূমি,
শণ আর পুষ্প-কুঞ্জের মৃত্তিকা
স্বাগতম্ আরো কঠিনতর মাটি,
ফলের, গমের, ধানের বা সোনার মতই মূল্যবান তারা ;
খনির মাটি, পুরুষালী অচিক্কণ ধাতব মাটি,
কয়লার মাটি, তামার মাটি
সীসের মাটি, টিন, দস্তার মাটি
লোহার মাটি সেই মাটি যা থেকে কুঠার হয়।

(৩)

কাঠের গুঁড়ির গাদায় হেলান রয়েছে কুঠারটা
কুঁড়েঘর……দরজার মাথায় দ্রাক্ষালতা……
পরিস্কার করা জমি বাগানের জন্য—।
ঝড় থামার পর পাতার ওপর থেকে থেকে বৃষ্টি পাত
থেকে থেকে আর্তনাদ আর গুমরানি,
সমুদ্রের চিন্তা—
ঝড়ে-পড়া জাহাজ যার মাস্তুল কেটে ফেলেছে,
প্রাচীন সব অট্টালিকার কড়ি আর গুদাম ঘরের বিশাল
কাঠগুলো
স্মরণীয় ছাপ কিম্বা কাহিনী—জিনিষপত্র, পরিবার,
আর মানুষের অভিযান ;—
তীর ছেড়ে নতুন শহর খুঁজে পাওয়া :

তাদের যাত্রার কাহিনী যারা নতুন ইংল্যাণ্ড
খুঁজে পেতে চেয়েছিল এবং খুঁজে পেয়েছিল—।
আরাকানসাস্ কলরেডো অটোয়া, উইলামেটের উপনিবেশ
আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা, কুঠার, বন্দুক, পোঁটলা পুঁটলি
সমস্ত অভিযাত্রিক আর মানুষের সৌন্দর্য
বন-বালক আর অরণ্যচারীদের—সৌন্দর্য আর
সরল অসংস্কৃত মুখ,—
স্বাধীনতা, আত্ম-নির্ভরতার সৌন্দর্য ;
অনুষ্ঠান আর পদমর্যাদার প্রতি আমেরিকান-সুলভ ঘৃণা ;
আর বন্ধনের বিরুদ্ধে অসীম অধৈর্য···।
কসাইখানার কসাই স্কুনার আর সুলুপের
খালাসী—ভেলা যারা ভাসায় আর অগ্রণীর দল ;
শীতের অরণ্যাবাসে কাঠুরেরা, গাছের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে
তুষার-প্রলেপ
নিজের আনন্দোজ্জ্বল পরিষ্কার কণ্ঠস্বর খুসীভরা গান ;
বনের স্বাভাবিক জীবন, দিনের কঠিন কাজ...।
রাত্রির গন্‌গনে, আগুন, আহারের মধুর স্বাদ,
সেই আলাপ, হেমলক শাখা, ভাল্লুকের চামড়ার বিছানা,
গৃহ নির্মাণকারী—নগরে বা কোথাও কাজে ব্যস্ত ;
জোড়া লাগান, কাটা, সমান করা, ঠিক জায়গায় বসান
হাতুড়ীর আর যন্ত্রের প্রহার
প্লেটের ওপর বাঁকানো বাহু আর অন্য হাতে চলেছে কুঠার
মেঝে তৈরী করছে যে সে পেরেক
মারবার জন্য তক্তাগুলো এগিয়ে দিচ্ছে।
খালি বাড়ীটার মধ্যে বেজে উঠেছে প্রতিধ্বনি···
বিশাল গুদামটা প্রায় তৈরী হয়ে এলো শহরে...
ছ'জন বাহক, তু'জনে সামনে, তু'জনে মধ্যে আর তু'জনে
পিছনে

সতর্কতার সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসছে ভারী কড়িকাঠটা।
রাজমিস্ত্রির দল ; দু'শো ফিট লম্বা
পাঁচিল একধারে তুলতে ব্যস্ত ;
তাদের দেহের নমনীয় ওঠানামা ;
বিরামহীন কর্নিকের আওয়াজ ;
চুন, সুরকীর পলেস্তারার কাজ ;
মাস্তুলের জন্য কুঠার চালিয়ে কাঠ দু'চালা করা,
ইস্পাতের বাঁকা হয়ে পাইনের বুকে ঢোকার
তাজা সংক্ষিপ্ত ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ—
মাখন রঙের টুকরো গুলো রূপালী হয়ে হাওয়ায় ওড়া,
বাদামী রঙের তরুণ বাহুগুলি স্বচ্ছন্দ গতি ;
মাল তোলা আর নামানোর দৃঢ় পাটাতন ;
সেতু, স্তম্ভ, বয়া যারা সমুদ্রের বিরুদ্ধে আশ্রয়,
—তাদের নির্মাণ—
শহুরে দমকলের কর্মী ; সেই আগুন যা সহসা জ্বলে ওঠে
ঘন সন্নিবিষ্ট বসতির মধ্যে ;—
আগন্তুক ইঞ্জিন রুক্ষ আওয়াজ, নিপুণ পদক্ষেপ
আর দুঃসাহস—।
ভেরীর— মধ্যে দিয়ে জোরাল আওয়াজ ;
সারি বেঁধে দাঁড়ান—।
জল দেবার জন্য বাহুগুলোর ওঠা আর নামা।
সূক্ষ্ম নীল আর শাদা রঙের যন্ত্র,
আংঠা আর দড়িগুলোকে কাজে লাগান,
আগুনের আভা-লাগা মুখে জনতা নিরীক্ষণ করছে ;
আলোর ঔজ্জ্বল্য আর ঘন ছায়া…।
কাঠের কাঠামো কেটে ফেলা ;
দেখা……মেঝের তলায় আগুন আছে কিনা ;
আগুনে লোহা গলায় যে সে,

আর তার পেছনে যে লোহা ব্যবহার করে,
ছোট বড়, মাঝারি কুঠার গড়ার কামার,
বাছাইকারী ঠাণ্ডা ইস্পাতে নিশ্বাস—
ফেলছে আর পরীক্ষা করছে ধার
বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে।
অতীতের ব্যবহারকারীদের প্রতিচ্ছবির ছায়া
মিছিল ;—
আদিম ধৈর্যশীল যান্ত্রিক কারিগর আর
শিল্পবিদ ;···
সুদূর অতীতের আসীরিয়া আর মিজরা
অট্টালিকা—
দণ্ড ও কুঠারধারী রোমান অধিনায়কের
অগ্রবর্তী নকীবরা···
অতীতের কুঠারধারী য়ুরোপীয় যোদ্ধা
ঊর্ধ্বায়িত বাহু—
শিরস্ত্রাণ সমন্বিত মস্তকে প্রহার-ঝঞ্চনা ;
মৃত্যু-চীৎকার টলটলায়মান দেহ ;
বন্ধু আর শত্রুর ছুটাছুটি ;—
মুক্তিব্রতী দাসেদের বিদ্রোহ ;
আত্মসমর্পণের নির্দেশ,—
দুর্গ-দ্বারে আঘাত ;—
সন্ধি আর বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিদের
দর কষাকষি ;
তখনকার দিনের এক পুরানো শহরের লুণ্ঠন,
ভাড়াটে সৈন্য আর ভবঘুরেদের
বিশৃঙ্খল অভিযান ;
চীৎকার, আগুন, রক্ত, মত্ততা পাগলামী ;
ঘর মন্দির থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসা

ডাকাতদের হাতে রমণীদের কাৎরানি ;
অনুচরনের চুরি আর চালাকী !
পলায়নপর মানুষ ;—
প্রাচীনদের অপসারণ,—
যুদ্ধের নরক ; অনুশাসনের নিষ্ঠুরতা ;
ন্যায় কিংবা অন্যায় যাই হোক না কেন
পালনীয় কর্ম আর কথার তালিকা,
ন্যায় বা অন্যায় যাই হোক না কেন
ব্যক্তিত্বের শক্তি ।

(৪)

শক্তি আর সাহস চিরজয়ী ।
যা জীবনকে জয়ী করে তাই করে মরণকে ;
মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন ।
অতীত বর্তমানের চেয়ে অনিশ্চিত নয়,
মানুষের আর পৃথিবীর রুক্ষতা তাদের কোমলতার
মতই ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে—
ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই টিঁকে না ।

তোমার মনে হয় কি বেঁচে থাকে ?
তুমি কি ভাব বিশাল শহর টিঁকে থাকবে ?
কিংবা অগণন শিল্প-সমৃদ্ধ রাজ্য,
অথবা সুগঠিত শাসনতন্ত্র ?
কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ
বাষ্পীয় জলযান সমূহ,
হায় এরা নিজেদের জন্য নয়,
এরা কালের ক্রীড়নক ;

যেমন নর্ত্তকেরা নাচে, বাজিয়েরা বাজনা বাজায়,
তারপর খেলা শেষ হয়—
সব ভালই চলে যতক্ষণ না ঝল্‌সে ওঠে
বিদ্রোহের বিদ্যুৎবহ্নি ;—
বড় শহর হোল তাই যেখানে মহান নরনারীরা বাস করে,-
এটা যদি কতকগুলো
ভাঙ্গাচোরা কুঁড়ের সমষ্টি হয়,
তাহলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শহর তাই।

(৫)

বিরাট নগর, লম্বা জেটী, পোতাশ্রয় ;
শিল্পোদ্যম আর সঞ্চয়ের ওপর
গড়ে উঠে না।
নবাগত আর চলিষ্ণু যাত্রীদের নোঙ্গর
তোলার অবিরত নমস্কারের মধ্যেও নয় ;
পৃথিবীর সবচেয়ে মহার্ঘ্য বা
উঁচু অট্টালিকা বা দামী জিনিষের
দোকানের জন্যও নয়—
যেখানে শ্রেষ্ঠতম পাঠাগার, বিদ্যায়তন রয়েছে ;
কিংবা যেখানে অর্থ অপর্যাপ্ত ;
সে সব যায়গাতেও নয়,
যেখানে জনসংখ্যা অগণন সেখানেও নয়।

যেখানে তাজা বক্তা আর কবিরা রয়েছে,
যে শহর তাদের ভালবাসায় ধন্য,
এবং যে শহরে তাদের রয়েছে স্বীকৃতি আর সম্মান ;
যেখানে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হয়েছে

সাধারণ কথায় আর কাজে
যেখানে মিতব্যয়িতা আর ধূর্ততা যথাযথ ভাবে রয়েছে,
যেখানে নর-নারীরা হাল্কাভাবে আইন
সম্পর্কে চিন্তা করে
যেখানে ক্রীতদাস নেই, নেই ক্রীতদাদের মালিক ;
যেখানে জন-সাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের
অশেষ স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে এক লহমায় উঠে দাঁড়ায়,
যেখানে ভয়াল নরনারী এগিয়ে আসে,
যেখানে এগিয়ে আসে মৃত্যুর নির্দেশ,
সমুদ্রের ভাসিয়ে নেওয়া উত্তাল তরঙ্গ রাশি,
যেখানে বাহিরের কর্তৃপক্ষের চেয়ে অভ্যন্তরীন কর্তৃপক্ষের
সর্বদাই প্রাধান্য।
যেখানে নাগরিকরাই কর্তা আর আদর্শ ;
রাষ্ট্রপতি, পৌরাধিনায়ক, রাজ্যপাল আর
হোমরাও সিং চোমরাও আলীরা
পয়সা দেওয়া-নেওয়া দালাল মাত্র,
যেখানে শিশুদের নিজেদের আইন করে চলাফেরার
শিক্ষা দেওয়া হয়,
শিক্ষাদেওয়া হয় নিজেদের ওপর নির্ভর করার ;
যেখানে ন্যায়াচরণ কাজে রূপায়িত ;
যেখানে আত্মার গবেষণাকে বাহাদুরী দেওয়া হয়
যেখানে নারীরা পুরুষের মতই রাস্তায়
শোভাযাত্রা করে বেরোয়,
এবং পুরুষের তুল্য অধিকার পায়।
সব থেকে বিশ্বাসী বন্ধুরা যেখানে থাকে,
সব থেকে নির্মল যেখানে যৌন আচার।
যেখানে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান জনকরা থাকে,
যেখানে সবচেয়ে সুঠাম শরীরের জননী ;

সেখানেই রয়েছে মহান আর সব চেয়ে
সেরা শহর।

(৬)

দুরন্ত কাজের কাছে কি দীনহীন দেখায়
যুক্তি তর্ক !—
নরনারীর দৃষ্টির সম্মুখে কি সাংঘাতিক ভাবে
বিবর্ণ হয়ে কুঁক্‌ড়ে যায় রঙ্‌ বেরঙের
শহুরে বস্তুনিচয়।
সকলে অপেক্ষা করে বা বলে যায় যতক্ষণ না
আবির্ভাব ঘটে এক বলিষ্ঠ পুরুষের,
বলিষ্ঠ ব্যক্তিই হোল জাতি এবং পৃথিবীর
কর্মক্ষমতার প্রমাণ।
যখন তাদের আবির্ভাব ঘটে তখন সব কিছুতে,
থাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম মেশানো।
আত্মা নিয়ে ঝগড়া তখন থামে,
পুরান আচার আর কথা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—
হয় পশ্চাদপসরণ করে নয় পথ ছেড়ে দেয়।
তোমার অর্থ-লালসা এখন কোথায় ?
কি করতে পার তা'দিয়ে এখন ?
তোমার তত্ত্ববিদ্যা, শিক্ষা, সমাজ, ঐতিহ্য,
শাসনবিধি এখন কোথায় ?
তোমার বেঁচে থাকার তামাসাটা কোথায় এখন

(৭)

এক বন্ধ্যা ভূচিত্র ঢেকে দিয়েছে ধাতব মাটিকে ;
সকলের দেখা থেকে ঢেকে রাখাই
সকলের চেয়ে ভাল।

খনি আর মজুররা রয়েছে ;—
ফার্ণেস তৈরী—ধাতু গলিত ;
কামার তার হাতুড়ি আর চিমটে নিয়ে প্রস্তুত ;
যা সব সময়ে সেবা করবে আর করে এসেছে—
হাতের কাছে প্রস্তুত।

কিছু বা কেউ এর থেকে বেশী সেবা করেনি,
এ সবাইকে সেবা করেছে ;
বাক্‌পটু আর সূক্ষ্ম-বোধ-সম্পন্ন গ্রীকদের ;
আর তারও আগে সেই স্থাপত্য-নির্মাণে যা দীর্ঘস্থায়ী।

হিব্রু, পারশী এবং বহুপ্রাচীন হিন্দুস্থানের অধিবাসী,
—তাদের সেবা করেছে।

মিসিসিপির মৃৎ-স্তূপ যারা তুলেছে, আর যাদের
স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে মধ্য আমেরিকায়,
অরণ্য বা সমতলের অচ্ছেদিত স্তম্ভ সমন্বিত
আল্‌বিক মন্দিরের সকলের সেবা করেছে এ ;
সেবা করেছে ড্রুইডদের
স্কাণ্ডিনেভিয়ার তুষারাচ্ছাদিত নিস্তব্ধ
সু-উচ্চ বিশাল পর্বতরাজি ও ধরণীর
কৃত্রিম বিভাগ ;
সব কিছুরই এ সেবা করেছে। যারা আদিম অতীতে
গ্রানাইট পাথরের গায়ে সূর্য, চন্দ্র, তারা
জাহাজ, সমুদ্র তরঙ্গ এঁকেছে।

যে পথে গথ্‌ জাতির বিস্ফোরণ ঘটেছে,
যাযাবর আর পশুপালকেরা করেছে বিচরণ
তাদের সকলের সেবা করেছে সেই পথে।
সেবা করেছে কেল্ট জাতির আর দুর্ধর্ষ বাল্টিকের
জলদস্যুদের—

নিরীহ সন্ত্রাস্ত হাবসীদের সেবা করেছে
সকলের আগে।
বিলাস-বিহার আর সংগ্রামের উদ্দেশ্যে নির্মিত
নৌবহর নির্মাণে সাহায্য করেছে,
জলে, স্থলে সমস্ত মহান ব্যাপারই সেবা করেছে ;
মধ্যযুগে, মধ্যযুগের আগেও
জীবিতদের শুধু নয়, এখনকার মত
মৃত ও জীবিত উভয়েরই সেবা করেছে।

(৮)

আমি ইয়োরোপের ঘাতককে দেখেছি ;
মুখোস-পরা রক্ত বরণ, দীর্ঘ চরণ,
নগ্ন আর বলিষ্ঠ বাহু ;
কুঠারের ওপর ঝুঁকে চিন্তা করছে।
কাকে তুমি হত্যা করলে য়ুরোপীয় জল্লাদ ?
তোমার অঙ্গ এখনো রুধিরাক্ত।
আমি শহীদদের সূর্যাস্ত পরিষ্কার দেখেছি।
আমি দেখেছি ফাঁসির মঞ্চ থেকে নেমে আসা প্রেতদের।
আমি দেখেছি, তাদের যারা যে কোন দেশে
কোন মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছে ;

বীজ রইল। কোন না কোন দিন ফসল ফলবেই।
হে বিদেশী রাজন্যবর্গ, হে পুরোহিতবৃন্দ, মনে রেখ একদিন
ফসল ফলবেই।
আমি দেখেছি কুঠার থেকে রক্ত
একেবারে ধোয়া মোছা হয়ে গেছে,
বাঁট আর ফলা দুই-ই পরিষ্কার।

য়ুরোপীয় অভিজাত বা রানীদের শোণিতে
তা আর রঞ্জিত নয়।
আমি দেখেছি ফাঁসির মঞ্চ জনহীন আর শান্ত,
তার ওপর আর কোন কুঠার নেই
আমি দেখেছি আমার নবীনতম জাতির
বলিষ্ঠ সৌহার্দ্যের স্মারক-চিহ্ন।

(৯)

আমেরিকা আমি তোমার প্রেমের গর্ব করি না
যা আছে তাইতেই আমি সুখী।
কুঠার আন্দোলিত—
কঠিন অরণ্য তরল ধ্বনিময়।
তারা পড়ছে আর খাড়া হয়ে তৈরী করছে
কুঁড়ে ঘর, তাঁবু, অবতরণক্ষেত্র, লাঙল,
গাঁইতি, রেল, ছাদ, বিদ্যায়তন, অর্গান,
প্রদর্শনীর বাড়ী, পাঠাগার বারান্দা, জানালা,
পেন্সিল, গাড়ী, লাঠি, করাত, সিন্ধুক,
নৌকা, কি নয়!
ম্যানহাট্টার ষ্টীমবোট আর সমস্ত
সমুদ্রগামী জাহাজ।

জাগছে আকৃতি দিকে দিকে!
—কুঠার-চালনার রূপ।
যারা কুঠার চালায় তাদের চেহারা,
যারা ব্যবহার করে, আর তাদের পরিবেশ;
কাঠ যারা কাটে আর নিয়ে যায়—
পেনবস্কট বা কেনেবেক অঞ্চলে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার পর্বত, ছোট হ্রদ
কিংবা কলম্বিয়ার কেবিনের বাসিন্দা,
রাইও গ্রাণ্ডি বা গিলার তীরে যারা অধিবাসী।
প্রীতিতে যারা সমবেত সেই বিচিত্র চরিত্রগুলো, আর
তাদের স্ফূর্তি ;
সেণ্ট লরেন্সের ঘরে বসবাসকারী,
কিংবা উত্তর কানাডার,—
কিংবা ইয়োলোষ্টনের
তীর থেকে তীরে যারা ফেরে,
সীলমাছ শিকারী, তিমি শিকারী
মেরু সমুদ্রের নাবিক, বরফ কেটে
পথ তৈরী করেছে যে অভিযাত্রী।

জাগছে আকৃতি
কারখানা অস্ত্রাগার, বাজার, কামারশাল
দ্বিধা বিভক্ত রেলপথ ;
সাঁকোর শ্লীপার, বিশাল কাঠাম, খিলান
নৌবহর হ্রদ আর নদীগামী জাহাজ,
পোতাশ্রয়, শুল্ক পোতাশ্রয় পূব আর
পশ্চিমের সাগরে ;
আর জীবন্ত ওক গাছের পাটা, পাইনের তক্তা,
জাহাজের নিজস্ব গতিপথে—
কর্মীরা বাইরে আর ভেতরে কর্মব্যস্ত,
যন্ত্রপাতি চারিদিকে ছড়ান,
স্কোয়ার, গজ, লাইন প্রভৃতি।

(১০)

চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছে—!
মাপা, রূপায়িত জোড়া লাগান,

মৃতদের জন্য কফিন
নব বিবাহিতার বিছানার উপযুক্ত খাট।
শিশুর দোলনা, মেঝের তক্তা,
নর্তকের পায়ের তলার মঞ্চ।
গৃহস্থ-বাড়ীর মেঝে,
মাতা পিতা ও সন্তানদের কলরব মুখরিত,
নব দম্পতির ঘরের ছাদ্।
সাধ্বী স্ত্রীর সানন্দ রন্ধন,
আর সচ্চরিত্র স্বামীর
তা উপভোগের তৃপ্তি।
চেহারা গুলো ফুটে উঠছে
বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়া, আর
আসামীর চেহারা।
মদের ভাঁটীখানার যুবক আর বুড়ো
মদ্যপায়ী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে;
জুয়াড়ী তার দানবীর জয় আর পরাজয় নিয়ে,
শাস্তি-পাওয়া খুনীর সিঁড়ি আর তার
বীভৎস মুখ এবং শৃঙ্খলিত হাত,
শেরিফ তার কর্মচারীদের নিয়ে;—
—নীরব আর বিবর্ণ চেহারার জনতা
এবং দড়ির দোলা;—
চেহারাগুলো ফুটে উঠ্ছে;......
বন্ধু-আগমন আর নির্গমনের পথ ঐ দরজা?
সেই দরজা যা ভাল আর মন্দ দু'রকম
সংবাদই আস্তে দেয়—
এই দরজা দিয়েই আত্মপ্রত্যয়
আর দম্ভ নিয়ে
বেরিয়েছিল সেই যুবক,

এই দরজা দিয়ে আবার সে প্রবেশ করেছে
দীর্ঘদিনের কলঙ্কিত প্রবাসের
ইতিহাস নিয়ে,
রুগ্ন ভেঙ্গে পড়া, কলঙ্কিত, নিরুপায়।

(১১)

আসল আকৃতিটা ফুটে উঠেছে……
সামগ্রিক গণতন্ত্রের চেহারা ; হাজার হাজার
বছরের পরিণতি ;
আকার থেকে অন্য আকার ;
প্রাণোচ্ছল সব বলিষ্ঠ নগর,
সমগ্র পৃথিবীর বন্ধু আর আশ্রয়দাতাদের অবয়ব,
পৃথিবীকে যারা শক্ত করে ধরেছে আর পৃথিবী
যাদের আঁকড়ে আছে ধরে।



কলম্বাসের প্রার্থনা

এক ঘা-খাওয়া ভেঙ্গে-পড়া বৃদ্ধ,
নিজের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে
বন্য তীরভুমিতে,
আছড়ে ফেলে দেওয়া হ'য়েছে তাকে,
বারটা দুঃসহ মাস ; সমুদ্রে আর বিদ্রোহী
পাহাড়ে কাটিয়ে এসেছে সে।

অনেক লড়াইয়ে কঠিন আর ক্লান্ত,
মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি
দ্বীপটার তীরে আমার পথ খুঁজেছি,
আমার ভারী মনটাকে
উজাড় করে দেবার জন্য।
অনেক অনেক দুঃখ আমার।
সৌভাগ্যক্রমে আরও একদিন আমি হয়ত
নাও বাঁচতে পারি।
কিন্তু হে ভগবান যতক্ষণ না তোমার চরণে
আমি আর একবার প্রার্থনা করছি
ততক্ষণ আমি যেতে পারছি না,
ঘুমাতে পারছি না,
তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারছি না,
যতক্ষণ না তোমার সংগে সংযুক্ত হচ্ছি,
নিজেকে নিবেদন করছি তোমার কাছে
নিঃশ্বাসে তোমাকে পাচ্ছি,

তোমার মধ্যে ঘটছে আমার শুচিস্নান
আমার শান্তি নেই।

(২)

তুমি জান আমার সমস্ত বছরগুলো আমার
জীবন,
আমার দীর্ঘ জন-বহুল কর্মজীবন,
শুধু অলস অর্চনায় কাটে নি।
তুমি জান আমার যৌবনের প্রার্থনা,
তুমি জান আমার বয়ঃপ্রাপ্তির স্বপ্নময়
গম্ভীর ধ্যানের কথা।
তুমি জান আরম্ভের আগে কিভাবে ভক্তিনম্রচিত্তে
তোমার কাছে সব কিছু দিয়েছিলাম।
তুমি জান বয়সকালে আমি সমস্ত প্রতিজ্ঞা
সংশোধন করেছিলাম,
আর কঠিন ভাবে পালন করেছিলাম সেগুলো,
তুমি জান একলহমার জন্যও
তোমার স্বর্গীয় আনন্দ বা তোমার প্রতি বিশ্বাস
আমি হারাই নি।
শৃঙ্খলিত অপমানিত বন্দী অবস্থাতেও
আমি অবিচলিত, সব কিছু গ্রহণ করেছি
তোমার দান হিসাবে।
আমার সমস্ত সাম্রাজ্য তোমাতেই পরিপূর্ণ।
আমার খসড়া পরিকল্পনা সব কিছুই তোমার ভাবনা
দিয়ে পরিচালিত।
সমুদ্রে বা ডাঙ্গায় সর্বত্র তোমার জন্যেই
আমার অভিযান।

আমার উদ্দেশ্য, আকাঙ্খা আশা সব কিছুই
তোমার।
আমি জানি সবকিছুই বাস্তবে তোমার কাছ
থেকেই এসেছে।
প্রেরণা, অনমনীয় এষণা, অন্তর্নির্দেশ,
যা কথার চেয়েও জোরাল ;
সেই স্বর্গীয় বাণী ; যা প্রতিনিয়ত ঘুমের মধ্যে
ফিস্ ফিস্ করে আমার কানে কানে
উচ্চারিত হোত,
বা আমার পথ মসৃণ করে দিত।

আমায় দিয়ে আজ অবধি যে কাজ হোয়েছে
গোলার্ধে গোলার্ধে মিল, জানা আর
অজানার মিলন,
এর শেষ আমি জানিনা।
সে সমস্তই তোমার ওপর নির্ভরশীল,
বড় কিংবা ছোট আমি জানি না।
বিশাল ক্ষেত্র আর জমি, বর্বর সাম্যহীন
ছিন্নমূল মানুষের ক্রমবৃদ্ধি
আমি জানি তলোয়ার ওখানে
শস্য কাটবার অস্ত্রে রূপান্তরিত হবে।
আমি জানি য়ুরোপের প্রাণহীন ক্রুশ ওখানে
নব জীবন লাভ করবে।

এই নগ্ন বালুকাই আমার গীর্জার প্রার্থনা
এখানে আমার আর এক প্রার্থনা।
ভগবান তুমিই আমার জীবন আলোকিত করেছ,
যে আলো সমস্ত বর্ণনা, চিহ্ন, ভাষার অতীত,

এই সমস্তের জন্যে, এই আমার শেষ কণ্ঠধ্বনিতে
তোমায় ধন্যবাদ জানাই ভগবান।
বৃদ্ধ, দরিদ্র, পক্ষাঘাত গ্রস্ত
আমি নতজানু হয়ে তোমায় ধন্যবাদ জানাই।
আমার পথ শেষ হোয়ে এল,
মেঘেরা ঘিরে ধরেছে আমায়,
গতি আমার রুদ্ধ, অনির্দিষ্ট পথ অবলুপ্ত।
আমার জাহাজগুলো আমি তোমায়
সমর্পণ করলাম।
আমার হাত আমার পা, অবশ হ'য়ে গেছে ;
আমার মস্তিষ্ক ধোঁয়াটে আর অক্ষম ;
পুরান সব তক্তা বিদীর্ণ হয়ে যাক্
আমি কিন্তু থাকব অটুট।
যতই ঢেউয়েরা আমায় ছিনিয়ে
নিতে চাক্ তোমাকেই আমি
আঁকড়ে থাকব।
তোমাকেই, কেবল তোমাকেই
আমি জানি।

(৩)

একি কোন ভবিষ্য-দ্রষ্টার চিন্তা আমার
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ?
কিংবা আমি ভুল বক্‌ছি পাগ্‌লামী ক'রে।
আমার অতীত আর বর্তমানের কোন কাজ
আমি আজ পর্যন্ত জানি না।
জীবনের কিই বা জানি ? আমি ব্যক্তিটাই বা কে।
অস্পষ্ট চিরপরিবর্তনশীল অনুমান

আমার চারধারে ছড়িয়ে আছে,
নবতর মহত্তর পৃথিবীর বলিষ্ঠ জন্ম-যন্ত্রনা,
আমায় বিদ্রূপ করছে, আমায় দিশাহারা করে দিচ্ছে
এই সব জিনিষ আমি হঠাৎ দেখছি, এর অর্থ কি ?
যেন এক দৈবক্রিয়া কোন ভাগবতী মহিমা
আমার চোখের ঢাকনা খুলে দিচ্ছে ;
ছায়াময় বিরাট আকার সমূহ বাতাস আর
আকাশের মধ্যে হাসছে ;
আর দূরে সমুদ্রে তরঙ্গ অগনন,
জাহাজ ভাসছে
আর নব নব কণ্ঠে বন্দনা গীতি আমায়
প্রণাম জানাচ্ছে।



শুনেছি অ্যামেরিকার গান

অ্যামেরিকা গাইছে, আমি শুনতে পাই
শুনি বিচিত্র তার সঙ্গীত।
গাইছে মিস্ত্রিরা নিজের, নিজের গান
জোরাল উল্লাস তাদের কণ্ঠে।
গাইছে ছুতোর তার কাঠের গুঁড়ি কি তক্তা
মাপতে মাপতে,
রাজমিস্ত্রি গাইছে কাজের আগে বা পরে,
মাঝির গান তার নৌকোর সম্পত্তি নিয়ে
মাল্লা গাইছে ষ্টীমারের পাটাতনে।
মুচিরা গাইছে বসে তার কাছে,
টুপিওয়ালা তার দোকানে দাঁড়িয়ে,
কাঠুরে আর লাঙ্গল কাঁধে চাষী,
গাইছে সকাল দুপুর আর সন্ধ্যায়,
কাজের সুরুতে বিশ্রামের ফাঁকে আর কাজের শেষে
মায়ের মধুর গান; গান তরুণী বধূর,
সেলাই কি ধোলাইয়ের কাজে মেয়েদের গান।
যার যার নিজস্ব সব গান সারা দিন,
তার পর রাত্রে মিশুক প্রাণবন্ত সব তরুণ-তরুণী,
গাইছে মুক্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ তাদের গান।



তৃণ-প্রান্তর

প্রেইরীর প্রান্তরের ঘাসের বেড়া
আমি নিঃশ্বাসে পাচ্ছি তার বিশেষ গন্ধ—
আমি দাবী করি তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাযুজ্য।
দাবী করি প্রচুর আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব মানুষের সঙ্গে,
জাগুক মহাপ্রান্তরের রুক্ষ, তাজা রোদে উজ্জ্বল
সব প্রাণ-ফলক—
কথা, কাজ আর সত্তার তৃণ-শীর্ষ ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হোক ;
যারা নিজস্ব জয়ের স্বাধীনতা আর
গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলে,
অনুকরণ করে না, অনুসরণ করায় ;
যারা চির কালের দুঃসাহসী ;—
সেই মধুর আর নিষ্কলঙ্ক দেহ মানুষ,
যারা ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে রাষ্ট্রপতি আর
প্রদেশপালদের মুখের ওপর তাকিয়ে
বলতে পারে—তুমি কে বটে হে ?
সেই সরল চিরকালের অশান্ত দুর্দমনীয়
ধরণীর অন্তর্কামনাজাত মানুষ হোল
যারা আমেরিকার হৃদয় জুড়ে আছে।

●

বাজুক দামামা !

দামামা বাজুক ! বাজুক ! বাজাও বাজাও ভেঁপু
জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে গম্ভীর গীর্জার মধ্যে
আর বিদ্যায়তনে যেখানে পণ্ডিতেরা পড়ছে
ফেটে পড়ুক ভৈরব হুঙ্কার, নিষ্ঠুর সৈন্যদলের মত ;
ছিন্ন ভিন্ন করে দিক জনতা।
নব বিবাহিতকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিও না
স্ত্রীর সঙ্গসুখ থেকে সে এখন বঞ্চিত হোক ;
ক্ষান্ত কর শান্তিপ্রিয় চাষীকে শান্তিতে চাষ করতে,
আর ফসল তুলতে ঘরে ;
হে দামামা ভয়াল ভয়ঙ্কর শব্দে বাজো ;
তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাজুক ভেঁপুরা।
বাজুক, বাজুক, দামামা ! বাজাও, বাজাও, ভেঁপু !
শহরের জনতার উপর—রাজবর্ত্মের শকট-শব্দ ডুবিয়ে—।
ঘরে ঘরে কি বিছানা তৈরী হয়েছে শোবার ?
কেউ ঘুমোব না রাত্রেতে বিছানায়—
দিনেতে কেউ লাভ করবে না বেচা কেনায়
দালাল বা ফাটকা বাজারে এরা কি
কাজ চালিয়েই যাবে ?
বাক্য-বাগীশরা কথাই যাবে বলে ?
গাইয়েরা চেষ্টা চালাবে কালোয়াতীর ?
উকিল বিচারকের সামনে সওয়াল করবে মামলার ?
তবে আরো দ্রুত আরো গম্ভীর হোক দামামার শব্দ
ভেঁপুরা বাজুক আরো বন্য সুরে।

বাজুক! বাজুক! দামামা; বাজাও! বাজাও—ভেঁপু!
কোন হিসাব নিকাশ নয়, কোন রকম আপত্তিতেই
থামা চলবে না;
ভীরুদের কথা ভাববার দরকার নেই,
দরকার নেই কাঁদুনে আর ভিক্ষুকদের
কথা চিন্তা করার,
বুড়োদের তরুণদের খোঁজবার কথা ভেবো না
মায়েদের আপত্তি আর শিশুর কণ্ঠস্বর
যেন শোনা না যায়—
কাঠের মেঝেগুলো এমন ভাবে কাঁপাও,
যাতে শ্মশান যাত্রী মড়ারাও নড়ে ওঠে।
হে দামামা এমনি প্রচণ্ড শব্দে বেজে ওঠো
ভেঁপু বাজুক এই তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে।



হে অধিনায়ক !

হে অধিনায়ক ! হে আমার অধিনেতা !
আমাদের ভয়াল যাত্রা শেষ হয়েছে।
সব রকম ঝড় ঝাপটা সহ্য করেছে আমাদের জাহাজ,
আমাদের আকাঙ্খিত ফল আমরা পেয়েছি ;
বন্দর দূরে নয় আর। বাইরে শব্দ শুনছি ;
জনতা উচ্ছ্বসিত ;—
স্থির হালের দিকে চোখ মেলে,
চেয়ে দেখেছি গম্ভীর দুঃসাহসী জাহাজ খানা,
কিন্তু হে হৃদয় ! হৃদয় ! হৃদয় !
সেই ঝুঁজিয়ে পড়া লাল রক্ত !
পাটাতনে পড়ে রয়েছে আমার অধিনেতা,
হিম শীতল আর মৃত।
হে অধিনায়ক ! হে আমার অধিনেতা !
ওঠো ওঠো ঘণ্টা বাজছে শোন,
তোমার জন্যে নিশানা উড়ছে, ভেঁপু বাজছে,
ফুলের মালা আর রেশমে মোড়া পুষ্পগুচ্ছ,
তীরে তীরে জনতার ভীড়—
তোমায় ডাকছে উচ্ছ্বসিত জনতা,
তাদের উদ্‌গ্রীব মুখ উর্ধ্বে তোলা,
হে অধিনায়ক হে প্রিয় জনক।
তোমার মাথার তলায় বাহুটি তোমার,
পাটাতনে স্বপ্নমগ্ন তুমি,

তুমি মৃত, তুমি হিম-শীতল,
আমার অধিনায়ক উত্তর দেয় না; তার ঠোঁট বিবর্ণ আর নীরব
জনক আমার বাহুস্পর্শ বুঝতে পারে না;
তার না আছে এষণা বা স্পন্দন;
জাহাজ বন্দরে নিরাপদ;—যাত্রাশেষ।
ভয়ঙ্কর পাড়ি শেষ করে বিজয়ী জাহাজ ফিরে এসেছে
তার কাম্য ফল নিয়ে।
তীরভূমি আনন্দে উচ্চারিত হও।
ঘণ্টারা বেজে ওঠো,
আমি কিন্তু বিষাদ-পীড়িত মনে পাটাতনে পাইচারী করছি
যেখানে আমার অধিনায়ক পড়ে আছে
মৃত আর হিম-শীতল।



এই সত্তা, এই জীবন

হায়! আমি! হায়! জীবন: এই প্রশ্নরা বার বার
ঘুরে আসে;
অবিশ্বাসীদের অন্তহীন বাহিনী আর মূর্খে পরিপূর্ণ
শহরগুলোর মধ্যে;—
আমি সব সময় নিজেকে ভৎর্সনা করি; (কারণ
আমার চেয়ে মূর্খ আর অবিশ্বাসী আর কেই বা আছে?)
সেই নয়ন যা বৃথাই আলোর আশায় ঘুরে মরছে,
সেই সব তুচ্ছ জিনিষ, আর চিরকেলে লড়াই,
আর এদের তুচ্ছ ফলাফল, আর চারপাশের
নোংরা জনতার ভীড়—
বিশ্রামের ফাঁকা আর প্রয়োজনীয় বছরগুলো—
আর বাকি সব যা আমার সঙ্গে জড়ানো।
এর মধ্যে বারবার সেই করুণ প্রশ্নই
ফিরে আসে, হায় আমি! হায় জীবন!
এর মধ্যে কিই বা ভালো আছে!

উত্তর

তুমি এইখানে আছো, জীবন রয়েছে তার
পরিপূর্ণ সত্ত্বা নিয়ে,—
জোরালো খেলা চলছে জগৎজোড়া আর
তুমি সেখানে একখানা কবিতা
উপহার দিতে পারো।

দর্শন সার

এইবার মহাশয়,
আপনার স্মরণে আর মনে থাকবার মত একটা কথা বলি ;
সমস্ত দর্শনের সার আর শেষ কথা।
(ছাত্র আর অধ্যাপকদেরও বলি,
তাদের বিপুল পাঠক্রমের শেষে।)
তাদের প্রাচীন আর নবীন গ্রীক আর জার্মান দর্শন পদ্ধতি
পড়ার পর,
ক্যাণ্ট পড়ে আর হজম করে, ফিক্টে, শ্যেলিং আর হেগেল
তারপর—
প্লেটোর গরিমা, সক্রেটিস প্লেটোর থেকেও বড়।
আর সক্রেটিস যা খুঁজেছিলেন আর বলেছিলেন
তার থেকেও মহান ভগবান যিশুখৃষ্ট সম্পর্কে
দীর্ঘকাল পড়াশোনার পর ;—
এই সব গ্রীক আর জার্মান দর্শন ধারার অবশিষ্টাংশ
যা আজ আমি দেখছি—
দেখেছি সমস্ত দর্শন আর খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের
মূল কথা—
আমি বুঝেছি সক্রেটিস আর ভগবান যিশুর
মর্মবাণী হোল ঃ
মানুষের তার সঙ্গীর প্রতি ভালবাসা ;
বন্ধুর প্রতি বন্ধুর আকর্ষণ ;
একনিষ্ঠ পতি পত্নী আর জনক জননী
ও শিশুদের প্রেম,
শহরের প্রতি শহরের আর দেশে দেশে আকর্ষণ।

●

একটি মাকড়সা

ধৈর্যশীল নিঃশব্দ এক মাকড়সা,
আমি লক্ষ্য করছিলাম এক উচ্চ তীরভূমির
ওপর থেকে,
দেখলাম কেমন করে চতুর্দিকের বিশাল শূন্য জগৎ
আবিস্কারের অভিযানে
মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে তন্তুর পর
তন্তু বার করে চলেছে অবিরাম অক্লান্ত।
আর তুমি, হে আমার আত্মা,
দাঁড়িয়ে রয়েছো বন্দী বিচ্ছিন্ন হয়ে,
অনন্ত কালসমুদ্রে,—
বিরামহীন গান গেয়ে চলেছো ;
দুঃসাহস প্রকাশ করেছো ; সেই সব অঞ্চল খুঁজে
বেড়াচ্ছো সংযোগের জন্যে,
যে পর্যন্ত না তোমার প্রয়োজনীয় সাঁকোটা
তৈরী হয়,
যে পর্যন্ত না তন্তুটা কোথাও জড়িয়ে যাচ্ছে
হে আমার আত্মা।

●

বিদায়

আমার একটা কথা বলার ছিল,
কিন্তু এখনও সময় হয়নি—
যে কোন লোকের সব চেয়ে ভালো কথা বলার সময় ;
যতক্ষণ না বোঝবার মত সময় আসছে,
তার জন্যে শেষ অবধি অপেক্ষা করব আমি।



মাটি চষছে কিষাণ

আমি দেখলাম চাষীকে জমি চষতে,
দেখলাম বীজ বপনকারী বীজ বুনছে ;
অথবা কিষাণরা কেটে ফেলছে শস্য—
আমি আরও দেখলাম জীবন আর মৃত্যু
তোমার উপমা-রা—
(জীবন, জীবন হোলো চাষ করা ; আর মৃত্যু হোলো
ফসল কাটা।)



দেশান্তরী

রাজ্যসমূহের মধ্যে দিয়ে আমরা যাত্রা সুরু করলাম,
শুধু প্রদেশের মধ্যে দিয়েই বা কেন! সমস্ত পৃথিবীতে
আমাদের যাত্রা,
এই সব গানের উদ্দীপনায় এখন থেকে।—
আমরা সকলের কাছেই শিখতে উৎসুক,
সকলেই শেখাবে,
সকলেই আমাদের আপনার।
আমরা দেখেছি ঋতুদের,
তাদের যা দেওয়ার তাই দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে।
নরনারীরাই বা কেন দেবে না
তাদের যা আছে ঋতুদের মত!
আমরা প্রত্যেক নগর আর জনপদে কিছুক্ষণ থাকি,
আমরা কানাডা, উত্তর পূর্বাঞ্চল,
পার হয়ে চলেছি—।
প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সমানে আলাপ,
আমরা বিচার করি নিজেদের আর আহ্বান করি
নর-নারীদের তা শুনতে।
আমরা নিজেদের বলি ;—
মনে রেখো ভয় পেয়ো না ;
সরল হও, দেহ আর আত্মাকে করো ঘোষিত।
কিছুক্ষণের জন্য থেকে চলে যাও,
প্রাচুর্যে পূর্ণ হও, সৎ হও,
আর গভীর হোক তোমার আকর্ষণ।
তাই ফিরে পাবে যা ছড়াবে ঋতুদের মত ;
ঋতুদের মতই হয়ত হবে তা পর্যাপ্ত।—

●

আমি অচঞ্চল

আমি অচঞ্চল, প্রকৃতির বুকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে,
সব কিছুর কর্তা বা কর্ত্রী আমি—
যা যুক্তিহীন তার মধ্যে আমি আত্ম-সমাহিত,
আমার পেশার কাছে দারিদ্র্য কি দুর্নাম,
দুর্বলতা কি দুরাচার,—
এ সবেরই দাম যা ভেবেছিলাম,
তার থেকে অনেক কম।
মেক্সিকোর সমুদ্রে ম্যানহাট্টায়, টেনেসীতে,
সুদূর উত্তরে বা দেশের অভ্যন্তরে।
নদীর মানুষ অথবা অরণ্যচারী,
এখানে বা সাগরতীরে,
কিংবা কানাডার কোন খাদের ধারের কিষাণ,
যেখানেই জীবন কাটুক,
শুধু যেন পারি সমস্ত সমস্যার জন্যে
প্রস্তুত আর আত্মস্থ থাকতে।
রাত্রি আর ঝটিকা, বিরূপ দুর্ঘটনা আর
আঘাত সব কিছুর সঙ্গে
যুঝতে পারি যেন, যেমন পারে
গাছেরা কি পশুরা।



ভারত পথিক

বর্তমানের গান গাই
গান গাই এ যুগের কীর্তির—
—যান্ত্রিকদের বলিষ্ঠ সব সৃষ্টির
আধুনিক সেই সপ্তাশ্চর্যের, (অতীতের স্থূল
সপ্ত বিস্ময় যার কাছে ম্লান)
প্রাচীন জগতে প্রাচ্যের সুয়েজ খাল
নতুন জগতের এক প্রান্ত থেকে
অপর প্রান্ত জোড়া রেলের লাইন,
সাগর তলে বিস্তৃত মুখর ধাতব তার।
—তবু হে হৃদয় তোমার সঙ্গে অনুরণিত
আদি ও অশেষ আমার উচ্ছ্বাস
—প্রাচীন ! পুরাতন ! অতীত !

অতীত—অতল অন্ধকার
জীবনোদ্বেল সাগর-পরিখা—ঘুম আর ছায়া !
অতীত—অতীতের অসীম মহিমা।
এ বর্তমানে অতীতের আত্মপ্রসারণ,

(গঠিত নিক্ষিপ্ত আয়ুধ
যেমন তার সীমা লঙ্ঘন করেও চলতে থাকে।
বর্তমানে তেমনি অতীতের দ্বারাই
সৃষ্ট ও প্রেরিত)

হে হৃদয়, চলো ভারতে ;
উপলব্ধি খোঁজো এসিয়ার পুরাণ কথার,
আদিম সব উপাখ্যানের

বিশ্বের উদ্ধৃত সব সত্য শুধু নয়,
শুধু নয় আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার
প্রাচীন পুরাণ আর উপকথাও শুনব
—এসিয়ার ও আফ্রিকার,
—আত্মার দুরান্ত আলোকচ্ছটা
মুক্ত অবাধ স্বপ্ন,
অতলস্পর্শী জীবন-বেদ ও কিংবদন্তী
কবিদের দুঃসাহসিক জল্পনা—
প্রাচীন সব ধর্ম পথ
প্রভাতসূর্যস্নাত কমলের চেয়েও সুন্দর
সব দেবায়তন,
স্বর্গাভিমুখী সেই সব কাহিনী
আমাদের জ্ঞানের সীমার শাসন
অবজ্ঞায় যা এড়িয়ে যায়।
আকাশমুখী উজ্জ্বল সব মিনার
গোলাপের মত রক্তিম
সুবর্ণ-মণ্ডিত!
মরলোকের স্বপ্ন দিয়ে গড়া
অমর সব কাহিনীর সৌধ,
তাদেরও আমি আহ্বান জানাই
তাদেরও গান গাই আনন্দে।

ভারত-পথের যাত্রী!
বিধাতার সেই আদিম সঙ্কল্প
কি বুঝতে পারনা মন?
সমস্ত পৃথিবী অধিকার করতে হবে, জুড়ে দিতে হবে
সম্পর্ক-জালে,
জাতির সঙ্গে জাতির প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর

চাই উদ্বাহ বন্ধন,
সমুদ্র অতিক্রম করে দূরকে করতে হবে নিকট,
দৃঢ় সংবদ্ধ করতে হবে সমস্ত দেশ।

নতুন আরাধনার গান আমি গাই,
তোমাদের গান হে নাবিক হে পর্যটক,
হে যান্ত্রিক, হে স্থপতি, তোমাদেরও।
বাণিজ্য কি পরিবহনের জন্যে নয়,
তোমাদের গান গাই বিধাতার নামে আর তোমার
জন্যে হে হৃদয়!

ভারত-পথ-যাত্রী!
কত নাবিকের কঠিন সাধনা, কতজনের মৃত্যুর কাহিনী,
আমার মনের ওপর ভেসে আসছে, যাচ্ছে ছড়িয়ে
অসীম আকাশে ছোট বড় মেঘখণ্ডের মত।

সমস্ত ইতিহাস জুড়ে উৎরাই-এর পথে
ছোট নদীর মত বেগবান, কখনো ফল্গুধারায় কখনো
প্রকাশ্যে
অবিরাম এক ভাবনা, বিচিত্র এক মিছিল—হে হৃদয়
তোমার জন্যেই তারা জাগছে।
আবার সেই সব পরিকল্পনা, সেই সব সাগর-পাড়ি
আর অভিযান:

আবার ভাস্কো ডি গামার যাত্রা
আবার সেই সব জ্ঞান-সঞ্চয় সেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।
আবিষ্কৃত নূতন দেশ, আর জাতির জন্ম
—তোমারও জন্ম আমেরিকা
বিরাট এক উদ্দেশ্য নিয়ে

মানুষের দীর্ঘ পরীক্ষা সমাপ্ত
সম্পূর্ণ পৃথিবীর বৃত্ত।
মহাকাশে ভাসমান হে বিশাল গোলক
দৃশ্যমান সৌন্দর্যে ও শক্তিতে আচ্ছাদিত

দিনের আলো ও অধ্যাত্ম-অন্ধকারের পালাবদল
সূর্য চন্দ্র তারার অনির্বচনীয় সমারোহ ঊর্ধ্বাকাশে
আর নিচে তৃণ আর জলের ধারা
প্রাণীজগৎ পর্বতমালা আর তরু
দুর্জ্ঞেয় তার উদ্দেশ্য, গূঢ় অমোঘ তার গতি,
আমার ধারণায় এতদিনে বুঝি তার হদিস মেলে।

এসিয়ার উপবন থেকে অবতীর্ণ ও বিস্তৃত
দেখা দিল আদম ও ইভ, তাদের অসংখ্য সন্তান সন্ততি
ব্যাকুল উৎসুক, অস্থির আগ্রহে ভ্রাম্যমান
জিজ্ঞাসু, ব্যর্থ, উদ্বেগব্যাকুল চির অতৃপ্ত,
—কণ্ঠে যাদের অবিরাম এক ধ্বনি—
'হে অতৃপ্ত হৃদয়, কেন?'
'হে পরিহাস-লাঞ্ছিত জীবন, কোথায়?'

ভারত পথ যাত্রী।
মানুষ প্রথম যেখানে ভূমিষ্ঠ সেই
সুদূর ককেশাসের শীতল বায়ু স্রোত
ইউফ্রেটিস-এর প্রবাহ,
পুনর্দীপ্ত অতীত।

হে হৃদয়, দেখো সেই বিগত দিন
আবার তোমার সামনে মেলা।
সব চেয়ে জনাকীর্ণ ধনাঢ্যতম সব পৃথিবীর প্রাচীন দেশ
সিন্ধু আর গঙ্গার অসংখ্য ধারা

(আমেরিকার তীরে আমি ভ্রাম্যমান
আমার চেখে সব কিছুই আজ প্রতিভাত)
সমরাভিযাত্রী সেকেন্দারের আকস্মিক মৃত্যু
একদিকে চীনা আর একদিকে পারস্য ও আরব,
দক্ষিণের সেই বিশাল সমুদ্র, —বঙ্গোপসাগর
প্রবহমান সাহিত্য, মহান সব মহাকাব্য, ধর্মান্দোলন,
জাতির পাঁতি,

আদি দুজ্ঞেয় ব্রহ্ম, অনন্ত অতীতে,
নবীন করুণা কোমল বুদ্ধ
কেন্দ্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের সব সাম্রাজ্য
তাদের সম্পদ ও অধীশ্বর,
তৈমুর লঙের সংগ্রাম, আওরঙ্গজেবের শাসনকাল
বণিক, শাসক, পর্যটক,
ভিনিস আর বৈজন্তাইনের আগন্তুক পর্তুগীজ ও আরব
বিখ্যাত সব পর্যটক, —মার্কোপোলো মূর বাতুতা।
যে সব সংশয়ের চাই নিরসন,
যে অজানা মানচিত্রের ফাঁক দিতে হবে ভরিয়ে
মানুষের চির-অশান্ত চরণ
চির অক্লান্ত বাহু
দ্বন্দ্বের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যা পারেনা,
সেই আমার হৃদয়।
মধ্যযুগের নাবিক পর্যটকদের ছবি
আমার চোখের সামনে জাগছে।
১৪৯২-এর জগৎ
নব-উদ্দীপ্ত উদ্যম
বসন্তের গাছের প্রাণরসের মত
উদ্ভাসিত এক প্রেরণা মানব-সমাজে,
বিলীয়মান ক্ষাত্রযুগের সূর্যাস্ত-সমারোহ।

হে হৃদয় চলো
সেই আদিম মননে
শুধু দেশে দেশে কি সাগরে নয়।
সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতায়
জীবন বেদের মুকুল যেখানে জেগেছে
সেই খানে, প্রাণের তারুণ্যে ও পুষ্পোদ্গমে।

দেরী আর সয় না
জাহাজ ছাড়ো, হে হৃদয়
সানন্দে পাড়ি দাও অসীম সমুদ্রে
নির্ভয়ে অজানা সব তীরে
উল্লাসের তরঙ্গে পাল তুলে।

হে পরম
নামহীন সত্তা ও প্রাণবায়ু,
আলোকের আলো হে সৃষ্টি-কেন্দ্র
কত বিশ্ব চলেছ ছড়িয়ে।

সত্য কল্যাণ ও প্রেমের
হে মহামূল,
হে অনন্ত ভাণ্ডার
অনুরাগের উৎস, নীতির অধ্যাত্ম-চেতনার প্রস্রবন-মুখ,
তুমিই ধমনি সূর্য তারা নীহারিকার প্রাণ-প্রেরণা
চক্রাকারে যারা অসীম অনন্ত দেশে কালে
নিরাপদ শৃঙ্খলায় ভ্রাম্যমান,
আমার সব কিছু চিন্তা, প্রত্যেকটি নিশ্বাস ও বাণী
সেই মহা বিশ্বেই কি পৌঁছোয় না!

যাত্রা ভারতকেও অতিক্রম করে,
এই সুদূর যাত্রার শক্তি কি আছে পাখার পালকে,

এই পাড়ি-কি সত্যি দিতে চাও হে হৃদয় ?
লীলা তোমার কি এই মহাতরঙ্গে ?
সংস্কৃত ও বেদ কি তোমার প্রাণে ধ্বনিত
তাহলে মুক্ত করো বেগ!

তোমাদের সুদূর তীরের যাত্রী
—প্রাচীন প্রচণ্ড রহস্য
কঠিন সেই প্রাণান্তকর সমস্যার সমাধান
কত কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে
সেই যাত্রা পথে।

ভারতকে ছাড়িয়েও চলো অভিযানে!
হে আকাশ ও মৃত্তিকার গূঢ় সত্য,
হে সমুদ্র তরঙ্গ, বাঁকা নদী কুটিল খাঁড়ি
অরণ্য প্রান্তর, বলিষ্ঠ পর্বত আমার দেশের
বনভূমি, আর ধূসর শিলা!

হে রক্তিম সূর্যোদয়,
হে মেঘ হে বৃষ্টি ও তুষার
হে দিন রাত্রি—
তোমাদের পানেই আমার যাত্রা,
হে সূর্য চন্দ্র তারা, সিরিয়াস ও বৃহস্পতি
যাত্রা তোমাদেরও অভিমুখে।

যাত্রার তর সয় না,
শিরায় শোণিত আমার চঞ্চল
নোঙর তোল এখুনি হে হৃদয়
কাটো তীরের বন্ধন
তোলো সমস্ত পাল।

এই মাটিতে গাছের মত
কত দীর্ঘকাল থাকব দাঁড়িয়ে,
পশুর মত শুধু ক্ষুধা মিটিয়ে!
অনেক গ্লানির দিন কি কাটেনি ?
শুধু পুঁথি পড়ে মনকে উদ্‌ভ্রান্ত অন্ধ করিনি কি বহুদিন ?

পাল তোলো,
সমুদ্র যেখানে গভীর
চলো সেই অতলতায়
বেহিসাবী বেপরোয়া হে হৃদয়
তোমার সঙ্গে আমিও মাতি
আবিষ্কারের নেশায়।
কারণ কোন নাবিক
যেখানে যেতে সাহস করেনি
সেই তীর আমাদের লক্ষ্য
আমাদের জাহাজ আর নিজেদের আমাদের সর্বস্ব
আমরা জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত।

হে নির্ভীক হৃদয় আমার
চলো দূর থেকে আরো দূরে
দুঃসাহসী আনন্দ কিন্তু নিরাপদ
সব সমুদ্রই ত জীবন-বিধাতার,
দূরে আরো দূরে দাও পাড়ি।



জ্যোতিষী পণ্ডিত বল্লেন

যখন আমি পণ্ডিত জ্যোতিষীর কথা শুনলাম,
যখন প্রমাণ আর অঙ্ক গুলো সার বেঁধে দাঁড়াল
আমার সামনে,
যখন আমায় নক্সা আর রেখাচিত্র
দেখান হোল,
যোগ করতে, ভাগ করতে আর মাপতে ;
যখন আমি শুনলাম সভাগৃহে বসে,
জ্যোতির্বিদদের বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা,
কত তাড়াতাড়িই না আমি
ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে পড়লাম।
যতক্ষণ না উঠে এসে বেড়াতে লাগলাম
রাত্রির রহস্যময় ভেজা বাতাসে,
আর থেকে থেকে নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে
দেখতে লাগলাম নক্ষত্রদের।



গণতান্ত্রিক

এস, এই মহাদেশ আমি অবিভাজ্য করে গড়ে তুলব,
সূর্যালোকিত পৃথিবীতে
গড়ে তুলব অভূতপূর্ব সর্বোত্তম জাতি,
সৃষ্টি করব দেবভূমি,
সৌহার্দ্যে আর বন্ধুদের আজীবন ভালবাসায়।
আমেরিকার নদীর তীরে তীরে গাছের সারির মত ঘন করে,
রোপণ করব সৌহার্দ্যের চারা।
বিশাল হ্রদগুলোর ধারে ধারে, প্রান্তরের সমস্ত প্রান্তে
আমি তৈরী করব অবিভাজ্য সব শহর।
তাদের প্রসারিত বাহু পরস্পরের গলা জড়িয়ে থাকবে
সাথীদের প্রেমে, বন্ধুদের বলিষ্ঠ ভালবাসায়।
এসব সম্ভব হবে আমার দ্বারা তোমার জন্যে,
হে আমার প্রিয়তমা, হে গণতন্ত্র তোমার সেবার জন্য,
তোমার জন্য, তোমার জন্য, এ গান আমি লিখছি।



নালিশ

আমি শুনেছি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ,
আমি নাকি সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে ফেলে দিতে চাই,
কিন্তু আসলে কোন প্রতিষ্ঠানের
স্বপক্ষেও নই আবার বিপক্ষেও নই আমি।
(তাদের সঙ্গে আমার মিল কোথায় ?
তাদের ভেঙ্গে ফেলেই বা কি হবে আমার ?)
ম্যানহাট্টা আর রাজ্যসমূহের প্রত্যেক শহরে,
কর্ষণক্ষেত্র আর বনে এবং চলমান ছোট বড় সব জলযানে,
ইমারত, নিয়মাবলী, অছি, বা কোন যুক্তিতর্ক খাড়া না করে
আমি গড়ে তুলতে চাই সাথীদের পরস্পরের
গভীর ভালবাসার প্রতিষ্ঠান।



অনন্ত দোলা

অন্তহীন দোদুল দোলায় দুলছে যে দোলনা,
তার থেকে বেরিয়ে—
পাখীদের সঙ্গীতময় কল-কাকলীর
টানা পোড়েন থেকে—
বন্ধ্যা বালি আর মাঠ ছাড়িয়ে,
সেখানে শিশু বিছানা ছেড়ে,
খালি মাথায় আর খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায়,
গরিমা বর্ষণ থেকে নেমে,
বাঁকা চোরা জীবন্তপ্রায় ছায়ার রহস্যময় খেলারও উর্ধ্বে
কালজাম আর বুনো গোলাপের ঝোপ ছাড়িয়ে
যে পাখীরা গান গেয়েছিল তাদের স্মৃতি থেকে,
তোমার চপল উত্থান আর পতনের যে কাহিনী
আমি শুনেছি,
দুঃখী ভাই! তার স্মৃতি থেকে—
যেন অশ্রুসিক্ত বিলম্বিত হলুদ রঙের সপ্তমীর চাঁদ,—
তার তলা থেকে,
কুয়াশার মধ্যে সেই ব্যাকুল হওয়া আর ভালবাসার সুর,
আমার হৃদয়ের হাজার হাজার প্রতিধ্বনি
যা' কখনো থামবে না;
তখনকার সেই হাজার হাজার কথা,
যে কোন কথার থেকে বলিষ্ঠ আর মধুর সেই কথা।
সেই রকম যে কোন দৃশ্য আবার নতুন করে দেখা,

পশুর পালের মত শব্দ করা, ওঠা আর পার হওয়া,
এইখানে জন্ম ; বাকি সব কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত,
পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু এই চোখের জলে
আবার বালক হয়ে যাচ্ছে সে,
এই সমস্ত ছাড়িয়ে আমি নিজেকে বালির মধ্যে বিছিয়ে দিচ্ছি
সম্মুখীন হচ্ছি সমুদ্র-তরঙ্গের—
বেদনা আর আনন্দের আমি নায়ক—
বর্তমান আর ভবিষ্যতের আমি মিলন-রাখী,
সমস্ত ইশারাই আমি গ্রহণ করছি ব্যবহারের জন্য,
কিন্তু তাদের আওতার বাইরে
লাফিয়ে চলে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ;
এক পূর্ব-স্মৃতির গান আমি গাইছি।
পোমানকে একবার—
যখন বাতাসে লাইলাক ফুলের গন্ধ ;
মাঠে নবীন ঘাস—
সমুদ্রের তীরে কোন বুনো গোলাপের ঝোপে
আকাশ-বিহারী দুই অতিথি ;
দুইজনই এক সঙ্গে ;
তাদের বাসা আর চারটে ডিম,
হাল্কা সবুজের ওপর বাদামী ছিট।
প্রত্যেক দিন পুরুষ পাখীটা হাতের কাছে ঘোরে ফেরে।
আর পক্ষিণী মুখ নামিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে নীরবে
বসে থাকে বাসায়।

আমি এক উৎসুক বালক
কখনো যেতাম না তাদের কাছে
বিরক্ত করতাম না কখনো তাদের,
সতর্কভাবে দেখতাম, অভিভূত হতাম,
অনুকরণ করতাম তাদের চাল-চলন।

জ্বলে ওঠো! জ্বলে ওঠো! জ্বলে ওঠো!
মহান সূর্য! তোমার উত্তাপ ছড়িয়ে যাও!
যখন তোমার তাপে তপ্ত হই,
তখন আমরা দু'জন এক সঙ্গে থাকি।
আমরা দু'জন একসঙ্গে—
বাতাস দক্ষিণেই বহুক কি উত্তরেই,
শুভ্রদিন আসুক কিংবা অন্ধকার রাত্রি,
বাড়ী! কিংবা বাড়ী ছেড়ে নদী আর পাহাড়গুলোতে
সময়ের খেয়াল না করে সব সময় গান গাচ্ছি
যতক্ষণ আমরা এক সঙ্গে আছি।
তারপর আচমকা—
পুরুষ পাখীটার অজান্তে হয়ত মারা গেল পক্ষিণী।
একদিন দুপুরে পক্ষিণী আর বসল না বাসায়
মুখ নীচু করে,
বিকেলেও নয়, তার পরদিনও নয়।
কোনদিন আর তাকে দেখা গেল না।
তারপর সমস্ত গ্রীষ্মে সমুদ্র গর্জন,
এবং রাত্রে পূর্ণিমার শান্ত পরিবেশে,
সমুদ্রের কর্কশ উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে
কিংবা দিনের বেলা বুনো গোলাপের ঝোপ থেকে ঝোপে,
থেকে থেকে আমি দেখছিলাম,
আর শুনছিলাম অবশিষ্ট সেই
পুরুষ পাখীটার চেহারা আর কণ্ঠস্বর।
আলাবামার সেই নিঃসঙ্গ অতিথি!
বয়ে চলো! বয়ে চলো! বয়ে চলো!
পোমানকের তীর দিয়ে সমুদ্রের বাতাস।
আমি অপেক্ষা করছি, আমি অপেক্ষা করব।
যতক্ষণ না আমার সঙ্গীকে এনে দাও।

হ্যাঁ, যখন নক্ষত্ররা জ্বল জ্বল করছিল
শ্যাওলা পড়া বাঁকানো যষ্টি-ফলকের ওপর,
সারারাত আছড়ে পড়া বিস্ময়কর তরঙ্গের মধ্যে প্রায় বসে,
নিঃসঙ্গ গাইয়ে টেনে আনছিল চোখের জল।
সে তার সঙ্গীকে ডাকছিল
তার আহ্বানের অর্থ সমস্ত মানুষের মধ্যে
আমিই কেবল জানি।—
হ্যাঁ ভাই আমি জানি,
অপরেরা না জানতে পারে,
আমি কিন্তু সঞ্চয় করে রেখেছি প্রত্যেকটি ধ্বনি
কারণ অনেকবার সমুদ্র তীরে—
নীরবে জ্যোৎস্না-কে এরি ছায়ার সঙ্গে মিশে
অনুভব করেছি।—
এখন স্মরণ করছি সেই অদ্ভুত আকার আর প্রতিধ্বনি
সেই রকমের শব্দ আর আওয়াজ
যেখানে তরঙ্গের ঊর্ধ্ব বাহু
অক্লান্তভাবে আঘাত করছে তীরভূমি।
শিশু আমি, নগ্ন পায়ে চলেছি,
বাতাসে আমার চুল উড়ছে,
অনেক, অনেকদিন পরে শুনেছি সেই সুর।

সেই ধ্বনি অনুবাদ করতে, গাইতে, মনে রাখতে,
ভাই, তোমায় অনুসরণ করেছি।
শান্ত হও! শান্ত হও! শান্ত হও!
সামনের তরঙ্গটা পেছনের তরঙ্গকে শান্ত করছে,
একজন লাফাচ্ছে আর একজন জড়িয়ে ধরছে
প্রত্যেকেই ঘনিষ্ঠ—
দেখ চাঁদ ঝুলে পড়েছে!

দেরীতে উঠেছিল সে !
পেছিয়ে পড়েছে সে ; আমার মনে হয়
ভালবাসার ভারে সে ভারী ।—
উন্মাদের মত সমুদ্র ডাঙ্গার ওপর উথলে আসছে,
এর কারণ ভালবাসা ।—
হে রাত্রি ! আমি কি দেখছি না আমার প্রেম
ছড়িয়ে পড়ছে তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে ।
শুভ্রতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঐ
কালো জিনিষটা কি ?
জোরে ! জোরে ! জোরে !
হে আমার ভালবাসা তোমায় ডাকছি জোরে,
বাধাহীন উচ্চকণ্ঠ স্বর আমার—
ছড়িয়ে দিলাম তরঙ্গের ওপর ।
তুমি নিশ্চয় জানো কে এখানে রয়েছে,
তুমি নিশ্চয় জানো কে আমি,
হে আমার ভালবাসা ।

নীচুতে নামা চাঁদ !
তোমার বাদামী আর হলদে রঙের মধ্যে
ঐ কালো দাগটা কিসের ?
ওঃ এটা আমার সঙ্গিনীর চেহারা ।
হে চাঁদ ওকে আর রেখো না বিচ্ছিন্ন করে,
আমার কাছ থেকে ।
তোমরা পার আমার প্রিয়াকে ফিরিয়ে দিতে,
অবিশ্যি যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় ।
কারণ আমি প্রায় নিশ্চিত
যে যেদিকেই চাই না কেন
অস্পষ্ট ভাবে তাকে দেখতে পাই ।

হে উদীয়মান নক্ষত্রেরা !
যাকে আমি এত করে চাই সেও সম্ভবতঃ
তোমাদের কারুর কারুর সঙ্গে ফুটে উঠবে আকাশে।

হে কণ্ঠ ! হে কম্পিত কণ্ঠ !
পরিবেশের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ধ্বনিত হও,
অরণ্য, পৃথিবী ছিন্নভিন্ন করে ফেলো।
যাকে আমি চাই তাকে
কোথাও না কোথাও ধরব ঠিক।
কাঁপতে থাকুক আনন্দ সঙ্গীত।—
নিঃসঙ্গ এখানে—আর রাত্রির আনন্দ গীতি।
নির্জন প্রেমের আনন্দ-কাকলী,
মৃত্যুর-আনন্দ-গীতিকা !
ক্ষয়ে যাওয়া পশ্চাদপদ হলদে চাঁদের তলায়
আনন্দ-সঙ্গীত।
হায় ? ঐ চাঁদের তলাতেই সে প্রায় সমুদ্রে পড়েছিল !
হে হতাশাময় বল্গাহীন আনন্দ সঙ্গীত।—

কিন্তু কোমল হও ! অবনমিত কর নিজেকে।
আস্তে ! আমায় মন্থর হতে দাও,
আর তুমি কি এক লহমা চুপ করবে
কোলাহলময় সমুদ্র ?
কারণ কোথাও না কোথাও আমার মনে হয়
আমার সাথীরা উত্তর দিচ্ছে আমার ডাকের।
এত মৃদু আমায় চুপ করতে হবে—
ঐ সাড়া শোনবার জন্য আমায় চুপ করতে হবে।
সব একেবারে শান্ত না হলে
সে হয়ত আসবে না আমার কাছে!

প্রিয়া এইদিকে—।
এই যে আমি এখানে—।
তোমার কাছে এই বলে আমি নিজেকে ঘোষণা করছি
এই শান্ত আহ্বান তোমার জন্য
হে প্রিয়তমা এ ডাক তোমারই।

অন্য কোথাও ফাঁদে পোড়ো না।
ওটা বাতাসের আওয়াজ, আমার গলা নয়,
ওটা ঝরণার ঝরঝরাণি।
ওটা পাতার ছায়া।—
হে অন্ধকার! হায় ব্যর্থতা!
আমি খুব দুর্বল আর বেদনাহত!
আকাশের চন্দ্রের কাছাকাছি বাদামী রঙের
হে জ্যোতির্মণ্ডল
সমুদ্রের দিকে তুমি ঝুঁকে পড়েছো।
সমুদ্রের বিশৃঙ্খল প্রতিচ্ছায়া—
হে কণ্ঠ, হে কল্পমান হৃদয়।
আর সারা রাত্রিব্যাপী নিস্ফলা আমার গান।
হে অতীত! হে সুখী জীবন! হে আনন্দ-গীতি,
বাতাসে বনে আর মাঠে,
ভালবেসেছি! ভালবেসেছি! ভালবেসেছি!
কিন্তু আমার সঙ্গিনী আর সঙ্গে নেই আমার
আমরা দু'জন আর একত্র নাই!

একক কণ্ঠের সঙ্গীত ডুবে যাচ্ছে;
আর সব ঠিক চলছে; নক্ষত্ররা দীপ্তিমান,
বহমান বাতাস, পাখীদের কণ্ঠ-কাকলী,
ধারাবাহিকভাবে প্রতিধ্বনিত।

পোমানকের ধূসর আর মর্মরিত বালুকা বেলায়
আদিম-জননী সিন্ধুর ক্রুদ্ধ-গর্জন
অবিশ্রান্ত ভাবে চলেছে।
হলুদবর্ণের অর্ধচন্দ্র স্ফীত হচ্ছে,
ঝুলে পড়ছে নীচেতে,
প্রায় স্পর্শ করছে সমুদ্রের মুখ।
উল্লসিত বালক খালি পায়ে সমুদ্রের মধ্যে,
তার চুল নিয়ে খেলা করছে বাতাস।
হৃদয়ের দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ভালবাসা
এইবার মুক্তি পেয়েছে
অবশেষে ফেটে পড়ছে বিশৃঙ্খলতার সঙ্গে
একক কণ্ঠের সুর ধ্বনির অর্থ ;
কর্ণ, আত্মা এরা ত সঞ্চয় করে রাখছে,
গাল বেয়ে নেমে আসছে আশ্চর্য অশ্রুবিন্দু !
সেখানকার চলতি কথা উচ্চারণ করছে সবাই,
আদি-জননী কেঁদে চলেছে অবিশ্রান্ত নীচু গলায়।

বালকের আত্মার প্রশ্ন বিষণ্ণ ভাবে
শুনছে প্রহর ;
কোন বিলুপ্ত গুপ্ত তথ্য
ফিস্ ফিস্ করে বলছে আগন্তুক চারণকে।

দানব কিংবা পাখী।
(বালকের আত্মা জানায়)
নিশ্চয় তুমি তোমার সঙ্গিনীর জন্য গান গাচ্ছ।
কিংবা সত্যিই আমার জন্য এ গান !
কারণ তখন আমি শিশু
আমার কণ্ঠ ঘুমন্ত,
এখন আমি শুনছি তোমার গান,

এক লহমায় বুঝতে পেরেছি
কিসের জন্য আমি।

আমি জেগে উঠ্‌ছি ;
ইতিমধ্যে হাজার হাজার গায়ক
হাজার হাজার গান,
তোমার থেকে আরো পরিষ্কার আরো জোরাল,
আরো দুঃখময়
হাজার হাজার কল্পিত প্রতিধ্বনি ,
আমার মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ;
চিরকাল বেঁচে থাকার সঙ্কল্প নিয়ে।

হে নিঃসঙ্গ গায়ক নিজে গান গেয়ে
নিক্ষেপ করছ আমাকে,
আমি একাকী শুনছি ;
কোন সময়ই তোমায় ভুলে যাব না,
আর কখনো আমি ছাড়া পাব না,
অতৃপ্ত প্রেমের ক্রন্দন কোন দিন
হব না বিস্মৃত,
সেই রাত্রির আগে যে শান্তিময় বালক ছিলাম
আর কখনো আমি তা' হতে পারব না।
হলুদ রঙের চাঁদের তলায় সমুদ্র-তীরে
জেগেছে সেই শিখা,
সেই চরম মধুর যন্ত্রণার বাণী,
সেই অজানা পিপাসা,
—আমার নিয়তি।—

সেই সঙ্কেত-সূত্র!
আমায় দাও

যা আছে রাত্রির অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে
যদি এতই সয়েছি, আরো সইতে দাও।
একটা কথা তা' হলে (কারণ আমি জয় করব তাকে)
শেষ কথা, সকলের ওপরে ;
সূক্ষ্ম,—ওটা কি ? —আমি শুনছি।
সিন্ধু তরঙ্গে তোমরা কি ফিস্ ফিস করে বলছ ওসব ?
এটা কি তোমার ভিজে বালি আর তরল তীর থেকে
আসছে ?

তাড়াতাড়ি করে নয়, দেরী করে নয়,
সমুদ্র উত্তর দিলে,
রাত্রে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,
দিনের বেলা বললে পরিষ্কার করে।
জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, নীচু গলায় মুখর মৃত্যু শব্দ
আবার মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু।
সুরেলা গলায় হিস্ হিস করে।
পাখীর মত করে নয়, কিংবা
আমার জেগে ওঠা বাল্যকালের
হৃৎপিণ্ডের মত শব্দেও নয়,
আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে,
তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আস্তে আস্তে আমার
কর্ণমূলে ৫
সর্বাঙ্গ নরম ভাবে ধুইয়ে দিলে
মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু।

আমি কোন সময়ই তা' ভুলব না,
কিন্তু মিশিয়ে দেব আমার দানবীয় বন্ধুর সঙ্গে নিজেকে,
পোমানকের ধূসর তীরে সে আমার জন্য গান গেয়েছিল,

এখান থেকে সেখান থেকে হাজার হাজার
সাড়া জাগান গান ;
সেইক্ষণ থেকে আমার নিজের গানও জেগে উঠেছে
আর তাদের সঙ্গে বাকীটা—
সমুদ্র তরঙ্গের কথা—
সব থেকে মধুর আর সমস্ত গানের কথা,
সেই বলিষ্ঠ আর সুমিষ্ট শব্দ,
যা আমার পা থেকে বুকে হেঁটে ওপরে উঠেছে,
সুবেশ আনত কোন—
অতি বৃদ্ধার মত দোলনাটা দোলাতে দোলাতে ;
সমুদ্র চুপিচুপি আমার কানে কানে কথা কয়।



কোন সাধারন পতিতার প্রতি

শান্ত হও, স্বচ্ছন্দ হও আমার কাছে।
আমি ওয়াল্ট হুইটম্যান ; উদার ও প্রাণবন্ত
প্রকৃতির মতই।
যতক্ষণ না সূর্য বিসর্জন দেয় তোমায়
আমি তোমায় বিসর্জন দেবো না।
আমার কথা তোমার জন্যে গুঞ্জরিত হবে
আর ঝকমক্ করবে,—
যতক্ষণ না অস্বীকার করে জল তোমার জন্য
ঝিক্‌মিক্ করবে,
আর পাতারা হবে মর্মরিত।
হে আমার বান্ধবী এক ভাবি সাক্ষাতের—
তলব তোমায় দিলাম।
তোমায় নির্দেশ দিলাম আমার সঙ্গে খেলবার জন্য
নিজেকে প্রস্তুত করতে যথাযোগ্য—
তোমায় নির্দেশ দিলাম যতক্ষণ না আসি
ততক্ষণ ধৈর্য ধরে আপন ব্রতে পূর্ণ হতে।
তারপর তোমায় অভিবাদন করে যাই সেই ইঙ্গিতময়
দৃষ্টি দিয়ে
যা তুমি কখনো ভুলবে না।



ব্যর্থ বিপ্লবীকে

ধৈর্য ধর তবু, ভাই কিংবা বোন আমার!
চালিয়ে যাও—যাই ঘটুক না কেন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
স্বাধীনতাকে,
যা' দু একটা বা অসংখ্য ব্যর্থতায় থেমে যায়,
তা' আদপেই কিছু নয়,
জন-সাধারণের নিরুৎসাহ, অকৃতজ্ঞতা বা বিশ্বাসঘাতকতা,
কিংবা শক্তির প্রকাশে, সৈন্য, কামান, শাস্তি-বিধানে,
যা থেমে যায় তা' আসলে কিছু নয়।
সমস্ত মহাদেশগুলোতে যা আমরা বিশ্বাস করি
তা' অপ্রকট ভাবে অপেক্ষমান।
কাউকে ডাকছে না, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না কিছুর
শান্ত আর আলোকিত হয়ে বসে;
স্থির আর কর্মশীল;
ব্যর্থতা কে সে জানে না,
ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করছে,
প্রতীক্ষা করছে মহেন্দ্রক্ষণের।

(এ শুধু বিশ্বস্ততার গান নয়,—
এ গান বিপ্লবেরও;
কারণ আমি হচ্ছি সারা পৃথিবীর অপরাজেয়
বিদ্রোহীদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবি।
আর যে আমার সঙ্গে চলে সে ফেলে আসে

শাস্তি আর শৃঙ্খলা তার পেছনে ;
আর তার জীবন বিপন্ন করে যে কোন মুহূর্তে।
সজোরে সতর্ক ধ্বনি বেজেছে বহুবার ;
যুদ্ধ বলছে ; ঘন ঘন অগ্রগমন আর পশ্চাদপসরণ,
অবিশ্বাসী জিতছে, কিংবা ধরে নেওয়া যাক সে জয়ী,
কারাগার, ফাঁসীর মঞ্চ, হাতকড়ি লোহার বেড়ি
সীসের বল, তাদের কাজ করে যাচ্ছে ।

জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বীরেরা অন্য জগতে চলে যাচ্ছে ,
মহান বক্তা আর লেখকরা নির্বাসিত ;
দূর দেশে তারা পড়ে আছে অসুস্থ হয়ে।
আদর্শ নিদ্রাগত ;
সব চেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠরা নিজেদের রক্তে স্তব্ধ
যুবকদের যখন পরস্পরে দেখা হয়
তখন তারা নামিয়ে নেয় চোখের পাতা ;
এ সমস্ত সত্ত্বেও কিন্তু স্বাধীনতা স্থানচ্যুত হয়নি ;
অবিশ্বাসীরা পায়নি সম্পূর্ণ মমতা।

স্বাধীনতা সকলের আগে যায় না ;
দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফাতেও নয় ;
সব কিছু যাবার পর, স্বাধীনতা যায়
সকলের শেষে।
যখন শহীদ আর বীরদের কোন স্মৃতি থাকবে না,
যখন পৃথিবীর কোন অংশ থেকে সমস্ত নর নারীর
আত্মা বিদায় নেবে ;
তখনই, কেবল তখনই পৃথিবীর সেই অংশে
অবলুপ্ত হবে স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার আদর্শ।
আর তখনই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে
অবিশ্বাসীর পূর্ণ কর্তৃত্ব।

সাহসী হও তাহলে বিদ্রোহী আর বিদ্রোহিনীরা,
সবকিছু না থামলে তোমরা থেমো না।
আমি জানি না তোমরা কিসের জন্যে,
(আমি নিজেই জানি না আমি কি,
কিংবা আর সব কিসের জন্যে আছে)
ব্যর্থ হলেও আমি কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে খুঁজব
পরাজয়ে, দারিদ্র্যে, ভুল বোঝায়, কারাগারে—
কারণ তারা মহান।

আমরা কি মনে করছি জয়টা মহান ?
হ্যাঁ, তাই কিন্তু এখন আমি দেখছি,
যখন উপায় নেই তখন পরাজয়ও মহান।
মৃত্যু আর হতাশাও মহান।—



সমাপ্তি-সঙ্গীত

দ্বারপ্রান্তে শেষ যখন ফুটেছে লাইলাক
আর রাত্রে পশ্চিমাকাশে সেই উজ্জ্বলতম তারা
গিয়েছে অস্ত—
শোকাহত হয়েছি আমি,—বারবার এমনি হব শোকার্ত
বসন্ত যখন ফিরবে।

ফিরে-ফিরে আসা বসন্ত,
আমার কাছে তিনটি জিনিষ আনে।
চিরন্তন লাইলাক-মঞ্জরী, পশ্চিমের অস্তায়মান তারা
আর তাঁর স্মৃতি যাঁকে ভালবাসি।
হে স্খলিত প্রচণ্ড তারা পশ্চিমের
হায়, নিশার ছায়া— অশ্রুসজল বেদনাগাঢ় রাত্রি—
হে নিশ্চিহ্ন নক্ষত্র—তাকে আড়াল-করা
মসীকৃষ্ণতা—
আমায় অসহায় করে রাখা নিষ্ঠুর শক্তি
হায় আমার নিরুপায় হৃদয়!
গাঢ় নির্মম মেঘাবরণ যা আমার আত্মাকে দেয়নি মুক্তি!
শাদা রঙকরা বেড়াগুলোর পাশে
পুরাণো গোলাবাড়ির দরজার কাছে লাইলাকের ঝাড়,
দীর্ঘ গাছ, উজ্জ্বল সবুজ হরতনী ছকের পাতা
সূক্ষ্ম শীর্ষ অসংখ্য কমনীয় তার ফুল,
তীব্র তাতে সেই গন্ধ যা আমার প্রিয়।

প্রত্যেকটি পাতাই যার—রহস্য মণ্ডিত,
দ্বারপ্রান্তের সেই লতা-কুঞ্জ থেকে—
একটি পুষ্পিত শাখা আমি ভেঙে নিলাম।

জলাভূমির নির্জনতায়
একটি লাজুক গোপন পাখী গাইছে।
জনপদ থেকে দূরে
সে নিজেকে নির্বাসিত করেছে তাপসের মত
সে গান রক্তাক্ত কণ্ঠের
মৃত্যু থেকে উদ্গত জীবন-সঙ্গীত।
(আমি জানি বন্ধু
গান গাইতে না পারলেই
নিশ্চিত তোমার মৃত্যু।)

বসন্তের বুকের ওপর দিয়ে
প্রান্তর ও নগরের মধ্য দিয়ে
গলিপথে, প্রাচীন কান্তারে
—যেখানে বিবর্ণ আবর্জনার ওপরে
ভায়োলেট ফুল সেদিন উঁকি দিয়েছে,
পথের দুধারে
মাঠের ঘাসের মধ্য দিয়ে—
স্বর্ণশীর্ষ গমের ক্ষেত পেরিয়ে
—প্রত্যেকটি যার শস্যকণা
গাঢ় বাদামী মাটির ভেতর থেকে
গুণ্ঠন নিয়ে বেড়িয়েছে।
আপেল বাগানের ঈষৎ রক্তিম
শুভ্র ফুলের গুচ্ছ পেছনে ফেলে

কবরস্থ করবার জন্যে শব নিয়ে যাওয়া,
দিবারাত্রি এক শবের অবিরাম যাত্রা।

সেই শবাধার
যা চলেছে গলি আর রাস্তা দিয়ে
চলেছে সারাদিন আর মেঘান্ধকার
সারারাত ধরে
জড়ানো সব পতাকার সমারোহ নিয়ে
কৃষ্ণাবরণে ঢাকা সব শহর দিয়ে।
সমস্ত প্রদেশ যেন শোকের বেশে সেজে
দণ্ডায়মান মহিলাবৃন্দ।
দীর্ঘ বিরাট মিছিল
অসংখ্য মশালে দীপ্ত রাত্রি—
অনাবৃত মস্তক আর নীরব মুখর সমুদ্র।

শবাধার আসছে
ভারাক্রান্ত মুখে যারা দাঁড়িয়ে
তাঁদের সঙ্গে
সারারাত্রি ব্যাপি
সহস্র কণ্ঠের
গাঢ় গম্ভীর শোক-সঙ্গীতের সঙ্গে
স্বপ্নালোক সব গীর্জা আর শিহরিত
সব বাদ্যযন্ত্রের নিনাদের মধ্য দিয়ে
যেখানে তুমি চলেছ—
অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মাঝখানে
চলেছে যে শবাধার
ধীরে ধীরে

তোমার উদ্দেশে
তাতে দিলাম আমার এই পুষ্পস্তবক।

(শুধু তোমার একলার জন্যে নয়
সমস্ত শবাধারের জন্যে পুষ্পিত এই মালা
আমি এনেছি
প্রভাতের মত সজীব এমনি গান
আমি গাইতে চাই
পবিত্র ও প্রশান্ত মৃত্যুর জন্যে।
চারিদিকে
গোলাপের রাশি।
গোলাপ আর লিলি দিয়ে
আমি তোমায় আচ্ছাদিত করে দিই
কিন্তু যে লাইলাক ফোটে সবার আগে
তারই শাখা আমি ভেঙে আনি অজস্র
দু' হাত ভরে সেই নৈবেদ্য
দিই ঢেলে
তোমার জন্যে,
সব শবাধারের জন্যে
হে মৃত্যু!)

হে পশ্চিমের উজ্জ্বল নক্ষত্র
এখন আমি বুঝি কি তোমার
ছিল বারতা,
মাসেক কাল ধরে
যখন স্বচ্ছ ছায়াচ্ছন্ন রাতের পর রাত
নীরবে আমি হেঁটেছি।
তুমি নত হয়েছ রাতের পর রাত

যেন কি আমায় বলতে
নেমে এসেছ আকাশ থেকে
যেন আমার পাশে
(অন্য সমস্ত তারকার জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে)
যখন আমরা দীর্ঘ রাত্রির গাম্ভীর্যে
একসঙ্গে বেড়িয়েছি ঘুরে।
(কেন যে ঘুম আমার চোখে ছিল না
আমি জানি না)

রাত যত এগিয়েছে
পশ্চিম আকাশ-প্রান্তে
তোমার গাঢ় বেদনা যেন আমি বুঝেছি,
বুঝেছি বন্ধুর জমির ওপরে
স্বচ্ছ শীতল রাত্রির বাতাসে দাঁড়িয়ে,
যখন দেখেছি তোমায়
কালো রাত্রির অতলে হারিয়ে যেতে
যখন আমার অস্থির হৃদয়
ব্যথায় পড়েছে লুটিয়ে,
তোমার মত হে দুঃখী নক্ষত্র
রাত্রির তিমিরে নিমজ্জিত, সমাপ্ত।

জলাভূমিতে গান তুমি গেয়ে যাও
হে লাজুক মধুর গায়ক
তোমার সুর আমি শুনি,
শুনতে পাই তোমার ডাক,
শুনি আর তোমার কাছে আসি।
তোমাকে আমি বুঝি।
কিন্তু মুহূর্তের বিলম্ব আমার হয়,

কারণ সেই উজ্জ্বল তারা
আমায় ধরে রাখে
আমার সেই বিদায়ী বন্ধু
আমায় ধরে রাখে,
দেরী করিয়ে দেয়।

যে গেছে তার গান কেমন করে
আমি গাইব,
—যাকে আমি ভালবাসতাম!
কেমন করে সাজাব আমার গান
সেই বিশাল মধুর হৃদয়ের জন্যে
যা আর নেই?
আমার সেই প্রিয় বন্ধুর সমাধি
কী সুবাসে দেব ভরিয়ে?
পূর্ব আর পশ্চিম সমুদ্রের বাতাস
এসে মিশেছে উদার প্রান্তরে,
তাই দিয়ে আর তার সঙ্গে
আমার গাথার নিঃশ্বাস মিশিয়ে
যাকে ভালবাসি
তার সমাধি
করব আমি সুরভি।

দেয়ালে কি আমি টাঙাব
কোন ছবি,
—তার সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে
যে আমার প্রিয়।
সে ছবি জাগ্রত বসন্তের
শস্য প্রান্তর, আর গৃহস্থালির

মধুর সূর্যাস্তের আর উজ্জ্বল ধূম-জ্যোতির,
বর্ণাঢ্য অলস অস্তমান সূর্যের
সোনালী আভায়
জ্বলন্ত বিস্তৃত আকাশের।
গাছের তলায় কচি মধুর তৃণ
গাছে গাছে অসংখ্য হরিৎ-পাণ্ডুর পাতা
দূরে নদীর উচ্ছল স্রোতের ঝিকিমিকি
হাওয়ার বেগে এখানে সেখানে ভাঙা,
তীরে পাহাড়ের গায় আর আকাশে
অনেক রেখা আর ছায়া,
ঘন-বসতি শহর, চিমনির অরণ্য
আর জীবনের সবকিছু দৃশ্য
কারখানারও
—ঘরে ফেরা শ্রমিকদের সেই সঙ্গে।
গান গাও, গেয়ে যাও
পাটল ধূসর পাখী
গান গাও জলাভূমি থেকে
তোমার নির্জন কুঞ্জ থেকে
উথলে তোলো তোমার গান
অরণ্যের অন্ধকার থেকে
গেয়ে যাও অফুরন্ত।

হে বন্ধু গেয়ে যাও
শরবনের শিষ মেশানো তোমার গান,
করুণ দুঃসহ মানবিক।
হে তরল, অবাধ, কোমল
হে উদ্দাম শৃঙ্খলহীন
হে অপরূপ গায়ক!

তোমার গানই আমি শুধু শুনি
কিন্তু সেই নক্ষত্র আমায় রেখেছে আটকে,
(বিদায় কিন্তু নেবে অচিরে)
লাইলাক তার প্রবল সুগন্ধে
আমায় রেখেছে ধরে।

দিনমানে যখন বসে বসে
আমি দেখেছি,
দেখেছি দিনান্তে সেই আলো
সেই বসন্তের প্রান্তর
আর কিষাণদের শস্য নিয়ে কাজ
হ্রদে ও অরণ্যে চিহ্নিত
আমার স্বদেশের
বিশাল অচেতন দৃশ্যলোক
(অস্থির ঝটিকা বাত্যার পর) আকাশের সৌন্দর্যে
বিলীয়মান অপরাহ্নের চাঁদোয়ার মত
নুয়ে পড়া আকাশের নিচে
শুনেছি নারী আর শিশুদের কণ্ঠস্বর
দেখেছি সাগরের সব জোয়ার ভাঁটা
আর জাহাজের পাড়ি
দেখেছি আসন্ন গ্রীষ্মের ঐশ্বর্য
আর প্রান্তরের ব্যস্ততা
ছোট ছোট সব অসংখ্য সংসার
—প্রত্যেকের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনযাত্রা
অনুভব করেছি রাজপথের স্পন্দন
নগরের উচ্ছ্বাস,
তখন, হঠাৎ
আমাকে, সব কিছুকে আবৃত করে

নেমেছে সেই মেঘ
সেই দীর্ঘ মসিবরণ বিলেপন,
আর মৃত্যুকে আমি জেনেছি,
করেছি তাকে উপলব্ধি
তার সেই পবিত্র তত্ত্ব।
তারপর আমার একদিকে মৃত্যুর বোধকে
সঙ্গে নিয়ে
সঙ্গে নিয়ে আরেক দিকে ঘনিষ্ঠ তার চিন্তা
মাঝখানে বন্ধুর মত তাদের হাত ধরে
আমি ছুটে পালিয়ে গেছি
সেই গোপনতায়
মৌন রাত্রি যেখানে মেলে।
গেছি বারিধির তীরে
আবছায়া জলাভূমির ধারের পথে
গাঢ় গম্ভীর নিশাচরের মত
ছায়ামূর্তি অরণ্যতরুদের মাঝখানে।

সেই লাজুক গায়ক
সবার কাছ থেকে যে থাকে
আত্মগোপন করে
সে আমায় অভ্যর্থনা করেছে
আমার পরিচিত সেই ধূসর পাটল পাখী
আমাদের তিন বন্ধুকে জানিয়েছে স্বাগত
গান গেয়েছে সে মৃত্যুর
আর শুনিয়েছে তাঁর গাথা
যিনি আমার প্রিয়জন।
নির্জন গভীর বনান্তরাল থেকে
ছায়াদেহ সুগন্ধি অরণ্যতরুর ভেতর দিয়ে

শোনা গেছে সে পাখীর গীতধ্বনি।
মুগ্ধ হয়েছি আমি সে সঙ্গীতের মাধুর্যে
আমার সাথীদের যেন হাত ধরে
রাত্রির অন্ধকারে থেকেছি দাঁড়িয়ে
আর আমার হৃদয়ের বাণী
সেই পাখীর গানে সায় দিয়েছে।
এসো মধুর মৃত্যু
এসো সান্ত্বনা
আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও
সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে
শান্ত গম্ভীর চির আগন্তুক,
এসো দিনে
এসো রাত্রে
এসো সকলের প্রত্যেকের কাছে
আজ কি কাল।
হে কমনীয় মৃত্যু
অতল এই বিশ্বের
স্তুতি গাই
অভিনন্দিত করি জীবন ও জীবনের উল্লাস
বস্তু ও বিচিত্র জ্ঞান
আর ভালবাসা
মধুর ভালবাসা,
কিন্তু সবচেয়ে উচ্ছলিত স্তুতি গাই
মরণের অমোঘ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের।

হে তিমির জননী
কোমল নিঃশব্দ চরণপাতে
নিরন্তর আসো ধীরে।

তোমায় আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ
কেউ কি জানায়নি সঙ্গীতে ?
তাহলে আমিই গাই সেই গান
তোমার মহিমা আমার কাছে
সবার উপরে,
আমার গানে বলি
অকম্পিত পদে তুমি এসো
যখন সময় হবে আসবার।

হে পরম মুক্তিদায়িনী
এসো।
সমাপ্তি যখন হয়,
তুমি যখন তাদের টেনে নাও
আমি পরমানন্দে সেই মৃতদের গান গাই
—যারা তোমার ভালবাসার সাগর-স্রোতে বিলুপ্ত
তোমার প্রগাঢ় তৃপ্তির তরঙ্গে যারা স্নাত।

